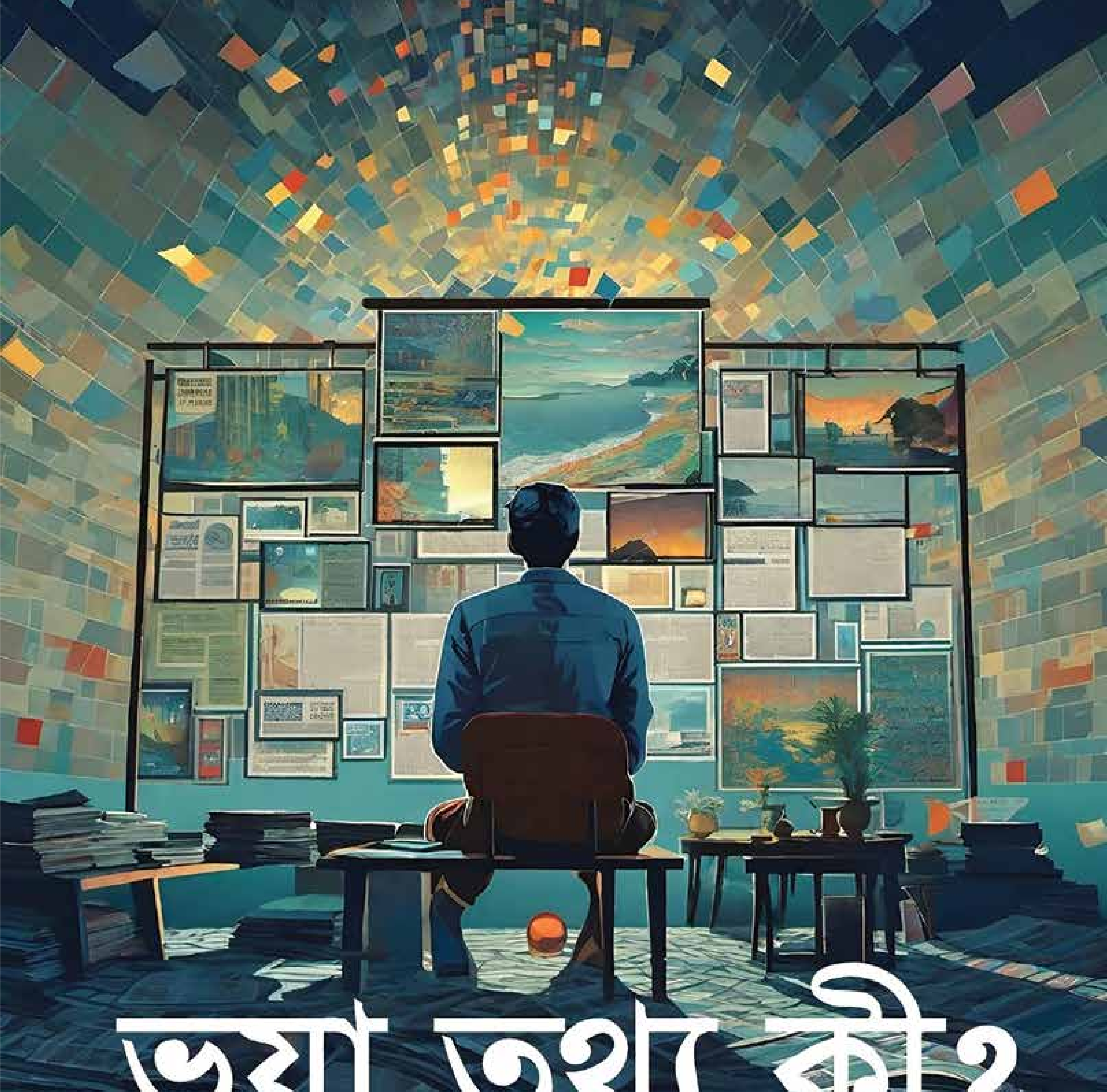

ভুয়া তথ্য কী?

একটি সনাক্তকরণ নির্দেশিকা

কামাল আহমেদ • কাজলী সেহ্‌রিন ইসলাম • সাইমুম পারভেজ

ভুয়া তথ্য কী?

একটি সনাক্তকরণ নির্দেশিকা

কামাল আহমেদ
কাজলী সেহ্‌রিন ইসলাম
সাইমুম পারভেজ

ভুয়া তথ্য কী?

একটি সনাক্তকরণ নির্দেশিকা

আগস্ট ২০২৩
https://cmibd.com/

গবেষক

কামাল আহমেদ

কাজলী সেহ্‌রিন ইসলাম

সাইমুম পারভেজ

গবেষণা সহযোগী

শ্রাবণী আক্তার, গবেষণা সহকারী, সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ

স্যাঁইনশৈক্য, গবেষণা সহযোগী, সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ

দেবী কর্মকার, গবেষণা সহকারী, সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ

এই নির্দেশিকাটি **“কাউন্টারিং মিসইনফরমেশন ইন বাংলাদেশ”** শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে প্রকাশিত হয়েছে। ২০২২ সালে এলামনাই এনগেজমেন্ট ইনোভেশন ফান্ড বা এইআইএফ আয়োজিত এক বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের একটি টিম তাদের প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য অনুদান লাভ করে। নিয়ম অনুযায়ী আবেদনকারী টিমের মধ্যে একাধিক স্টেট এলামনাই ছিল যারা ফুলব্রাইট স্কলারশীপ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়ন করেছেন। ওই বছর ২৪১টি প্রস্তাবনার মধ্য থেকে ১০৯টি দেশের ১৪২টি প্রকল্প অনুদানের জন্য মনোনীত হয়েছিল। ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট প্রকল্পগুলোর মূল অর্থযোগানদাতা। সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) বাংলাদেশে এই প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান।

সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) শাসনব্যবস্থা, নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক ও মানবসম্পদ উন্নয়ন, রাজনৈতিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা এবং গণতন্ত্রায়ণ বিষয়ক গবেষণা সম্পাদন করে। সিজিএস ন্যশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট, ফরেন, কমনওয়েলথ এবং ডেভেলপমেন্ট অফিস, দ্য এশিয়া ফাউন্ডেশন, সেন্টার ফর প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজ এবং ইউএনডিপি-এর অর্থায়নে বেশ কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এই প্রকল্পটি যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের স্টেট ডিপার্টমেন্টের আওতাধীন অ্যালামনাই এনগেজমেন্ট ইনোভেশন ফান্ড এবং সিজিএস-এর অর্থানুকূল্যে ডিসেম্বর ২০২২ হতে জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত পরিচালিত হবে।

cgs Centre for
Governance Studies

৪৫/১ নিউ ইস্কাটন, ২য় তলা, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : +৮৮০২৫৮৩১০২১৭, +৮৮০২৯৩৫৪৯০২, +৮৮০২৯৩৪৩১০৯
ইমেইলঃ ed@cgs-bd.com
ওয়েবঃ//cgs-bd.com/

লেখক পরিচিতি

কামাল আহমেদ

একজন স্বনামধন্য রাজনৈতিক বিশ্লেষক যিনি নিয়মিত দৈনিক প্রথম আলো এবং দ্য ডেইলি স্টারে সমকালীন নানা বিষয়ে কলাম লিখেন। দীর্ঘ চার দশকের সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা তাঁর রয়েছে। তিনি দৈনিক প্রথম আলো এবং জাতিসংঘ রেডিও'র পরামর্শক ছিলেন। এছাড়া বিবিসি বাংলা'র সম্পাদক হিসেবেও তিনি কাজ করেছেন।

কাজলী সেহ্‌রিন ইসলাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক (২০০৯-বর্তমান)। রাজনৈতিক যোগাযোগ বিষয়ে তার শিক্ষকতা ও গবেষণার অভিজ্ঞতা রয়েছে। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ইংরেজি ভাষার সংবাদপত্র ডেইলি স্টার (২০০২-২০১৩)-এ সাংবাদিক হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন।

সাইমুম পারভেজ

ভ্রিজে ইউনিভার্সিটি, ব্রাসেলস, বেলজিয়াম-এর রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের একজন MSCA ফেলো। ড. পারভেজ চরমপন্থী সহিংসতার প্রচার, বর্ণনা এবং ভুল তথ্যের উপর বেশ কয়েকটি গবেষণা কাজের নেতৃত্ব দেন এবং ইউএসএআইডি, বিশ্বব্যাংক, আইআরআই এবং ইউএনডিপি-এর অর্থায়নকৃত প্রকল্পের পরামর্শক হিসেবে কাজ করেন। সম্প্রতি তিনি যুক্তরাজ্যের রাউটলেজ থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসবাদের রাজনীতির ওপর একটি বই সহ-সম্পাদনা করেছেন। তিনি বাংলাদেশের নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-এ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন।

সূচী

প্রারম্ভিকা ০৫
ভুয়া খবর কী? ০৫
ভুল তথ্য ও অপতথ্য ০৫
গুজব কী? ০৬
প্রপাগান্ডা কী? ০৬
ফেইক নিউজের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট ০৬
ভুয়া খবরের বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট ০৭
বাংলাদেশে নির্বাচনকেন্দ্রিক ভুল তথ্য ০৭
ধর্মীয় ভুল তথ্যের প্রকৃতি ০৮
ফ্যাক্টচেকিং এর বর্তমান অবস্থা ০৮

নির্বাচনে অপ/ভুয়া তথ্যের ঝুঁকি ০৯
ভারতে সোশ্যাল মিডিয়ার নির্বাচন ১১
পাকিস্তানের অভিজ্ঞতা ১২
বাংলাদেশের চিত্র ১৩

অপ/ভুয়া তথ্য মোকাবিলায় করণীয় ১৬
প্রাতিষ্ঠানিক ও যৌথ উদ্যোগ ১৭
ভুয়া তথ্য প্রতিরোধে সতর্কতা ও প্রাথমিক জ্ঞাতব্য ১৭
সামাজিক মাধ্যমে ভুল তথ্য ১৮
সামাজিক মাধ্যমে বিষয়বস্তুর জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ১৯
সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে বিষয়বস্তু যাচাই করার সময় ১৯
সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল অপ তথ্য এড়াতে করণীয় ১৯
সামাজিক মাধ্যমের সাক্ষরতা বৃদ্ধি ২০
সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা (Critical Thinking) ২০
সামাজিক মাধ্যমে ছবি ও ভিডিও ২০
ভুয়া ছবি ও ভিডিও সনাক্ত করার টুল ২১
বিষয়বস্তুর সত্যতা যাচাইকরণের টুল ২৩
বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ভুল তথ্য প্রতিরোধে করণীয় ২৫
তথ্যের সত্যতা যাচাই অনুশীলন ২৬
কর্মকাণ্ড ১: যাচাইযোগ্য তথ্য খুঁজে বের করা ২৬
কর্মকাণ্ড ২: তথ্যের সত্যতা খুঁজে বের করা ২৭
ব্যবহারিক কার্যক্রম ২৮
পরিশিষ্ট ২৯
তথ্য সূত্র ৩০

> *“তথ্য ছাড়া আপনি সত্যের দেখা পাবেন না। আবার সত্য ছাড়া আপনার আস্থাও তৈরি হবেনা। আস্থা ছাড়া, আমাদের "অভিন্ন বাস্তবতা" তৈরি হয় না, গণতন্ত্র থাকে না, এবং আমাদের পৃথিবীর অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলে এমন সমস্যাগুলো মোকাবিলা করা অসম্ভব হয়ে পড়েঃ যেমন জলবায়ু, করোনাভাইরাস এবং সত্যের জন্য যুদ্ধ।”*
>
> (নোবেল পুরস্কার গ্রহণকালে বক্তৃতায় মারিয়া রেসা[১])

প্রারম্ভিকা

ফেইক নিউজ বা ভুয়া খবরের দাপট এখন বিশ্বজুড়ে। হোক সেটা রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, ধর্ম বা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত। সবখানেই যেন তথ্যের সমুদ্রের মধ্যে ভুয়া খবরের বড় বড় ঢেউ আছড়ে পড়ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন থেকে শুরু করে দুনিয়াব্যাপী করোনা ভাইরাসের মহামারী, সবখানেই ভুয়া খবর দেখিয়েছে তার ভয়ঙ্কর দাপট। তাই তথ্যের নিরবিচ্ছিন্নতা এবং স্বচ্ছতা যাকে আমরা বলছি ‘তথ্যের গণতন্ত্রায়ণ’ তা নিশ্চিত করতে অবশ্যই ফেইক নিউজ বা ভুয়া খবরকে আমলে নিতে হবে। সংবাদের বেলায় এটি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে কারণ ইন্টারনেটের প্রভাবে তথ্যের অবাধ প্রবাহে সংবাদের ধরন যেমন বদলে গেছে, বদলেছে সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহ ও প্রচারের সার্বিক কাঠামো। অনলাইনে প্রাপ্ত তথ্য এখন সাংবাদিকদের খবর সন্ধানের অন্যতম উৎস।

ভুয়া খবর কী?

সহজ করে বললে যে তথ্য বা খবরটি সত্য নয় তাই ফেইক নিউজ অর্থাৎ ভুয়া তথ্য বা খবর। সেখানে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য দেয়া হতে পারে বা অনিচ্ছাকৃতভাবেও। তথ্যটি আংশিকভাবে ভুল থাকতে পারে বা হতে পারে পুরোটাই ভিত্তিহীন। অথবা তথ্যটি সঠিক কিন্তু প্রেক্ষাপট ছিল একেবারেই ভিন্ন। সামগ্রিকভাবে এসব কিছু আমলে নিয়েই একটি ‘তথ্য’ চিহ্নিত বা প্রমাণিত হতে পারে ভুয়া তথ্য হিসেবে। এবার ভুয়া খবর সংক্রান্ত কিছু সংজ্ঞা নিয়ে আলাপ করা যাক।

ভুল তথ্য ও অপতথ্য

ফেইক নিউজ বা ভুয়া খবরকে আমরা দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করতে পারি। একটি হচ্ছে, ভুল তথ্য বা মিসইনফরমেশন, অপরটি হচ্ছে কুতথ্য বা ডিসইনফরমেশন। ব্যাখ্যা করে বলতে গেলে, যদি কোনো ভুল তথ্যের সাথে কোনো উদ্দেশ্য চিহ্নিত করা না যায় বা ভুল তথ্যটি কেউ জেনে ছড়াচ্ছেন বা না জেনে সেটি যদি নিশ্চিত না হওয়া যায় তাহলে সেটি একটি ভুল তথ্য।[২] যেমন জাপানি একজন বিজ্ঞানীর বরাতে বলা হল, করোনা ভাইরাসটি মানুষের তৈরি; এই ভুল তথ্যটি বাংলাদেশে ব্যাপক ছড়িয়েছে।[৩] সাধারণ আতঙ্কের কারণে সত্য মনে করে এটি শেয়ার করা ছাড়া এর পেছনে আর কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি বা প্রমাণ মেলেনি। তাই বলা যায় এটি ছিল করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত একটি ভুল তথ্য বা মিসইনফরমেশন।

অপরদিকে ডিসইনফরমেশন হচ্ছে সেসব ভুল তথ্য যার ছড়ানোর পেছনে উদ্দেশ্য আছে বা সচেতনভাবেই এই ভুল বা বিকৃত তথ্যটি ছড়ানো হচ্ছে। অর্থাৎ, কোনো ভুল তথ্য ছড়ানোর পেছনে কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য চিহ্নিত করা গেলে সেই ভুল তথ্যটিকে বলা হয় ডিসইনফরমেশন।[৪] সেটি হতে পারে রাজনৈতিক বা ধর্মীয় উদ্দেশ্য কিংবা ব্যবসায়িক বা ব্যক্তিগত বিরোধ। যেমন করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত অজস্র ভুয়া খবর তৈরি বা ছড়ানোর পেছনে ভ্যাকসিন-বিরোধী একটি সংঘবদ্ধ দল চিহ্নিত করা গেছে। তাই সেসব ভুয়া তথ্যকে আমরা ডিসইনফরমেশন বলতে পারি।

আরও আছে অপতথ্য বা ম্যালইনফরমেশন। মূলত কোনো সঠিক তথ্য যখন ক্ষতিকর উদ্দেশ্য নিয়ে বিশেষ সময়ে উপস্থাপন করা হয় তখন সেটিকে ম্যালইনফরমেশন বা অপতথ্য বলা হয়।[৫] এসব অপতথ্যের বেশিরভাগই রাজনীতি, ভিন্ন জাতি বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়।[৬] হতে পারে সেটি হেট স্পিচ, কারো ব্যক্তিগত তথ্য বা পুরনো ঘটনার কোনো রেফারেন্স। যেমন, বাংলাদেশে কোথাও সংখ্যালঘুর উপর হামলা হচ্ছে, তখন সামাজিক মাধ্যমে হঠাৎ ভারতের বাবরি মসজিদে হামলার ঘটনাটি প্রচার করা হলো, তখন এই বাবরি মসজিদ ভেঙে দেয়ার ঘটনার প্রচারে সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠী আরও বিপদের সম্মুখীন হতে পারে। তাই এটিকে আমরা বলছি অপতথ্য বা ম্যালইনফরমেশন।

গুজব কী?

আমরা অনেকেই গুজব এবং ভুয়া খবর মিলিয়ে ফেলি। রাজনীতিবিদরা তো বলেনই, সংবাদপত্রেও গুজব শব্দটি ভুয়া খবরের সাথে যেন সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু গুজবের প্রচলিত অর্থই হচ্ছে যা এখনো প্রমাণিত হয়নি, এক ধরনের অপ্রমাণিত রটনাকেই গুজব বলা হয়। অর্থাৎ, এখনো যাচাই করা যায়নি বা সম্ভব হয়নি; এমন দাবিকে আমরা গুজব বলে চিহ্নিত করতে পারি।[৬] তাই সংজ্ঞানুসারে গুজব প্রমাণিত ভুয়া খবরের সমার্থক নয়।

প্রপাগান্ডা কী?

প্রপাগান্ডা হচ্ছে কোনো তথ্য বা তথ্যসমূহকে একটি নির্দিষ্ট শ্রোতা শ্রেণিকে প্ররোচিত করার জন্য বারংবার প্রচার করা। কিন্তু এসব প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রায়ই একটি রাজনৈতিক, আদর্শিক উদ্দেশ্য হাসিলের অভিপ্রায় থাকে। বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন সংগঠন, রাজনৈতিক দল, সংস্থা, সরকার এবং বিরোধী পক্ষের সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীর প্রপাগান্ডা পরিচালনা করার নানা উদাহরণ রয়েছে।[৭]

ফেইক নিউজের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

ফেইক নিউজের শুরুটা কোথা থেকে-তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা রয়েছে। বিবিসি[৮] ও গবেষণা সংস্থা কমনসেন্স ডট ওআরজি[৯] ফেইক নিউজের সবচেয়ে পুরনো উদাহরণ হিসেবে রোমান সাম্রাজ্যের একটি যুদ্ধের ঘটনার কথা উল্লেখ করে। সেখানে রাজা জুলিয়াস সিজারের পালিত ছেলে অক্টাভিয়ান এবং বিশ্বস্ত সেনা মার্ক এন্থনির মধ্যে যুদ্ধে এগিয়ে থাকতে অক্টাভিয়ান এন্থনির বিরুদ্ধে রোমান সংস্কৃতি-বিরোধী, মাতাল ইত্যাদি ভুয়া তথ্য বিভিন্ন ভাবে প্রচার করে। এরপরে তথ্যের প্রবাহ যত বেড়েছে, ভুল তথ্য নিয়ে আলোচনা তত বেড়েছে। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতকে ছাপার কৌশল আবিষ্কার হওয়ার পরে নানা গুজব ছাপা অক্ষরে চলে আসে। এছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিয়ামক হিসেবে বেশ কিছু প্রপাগান্ডা চালু করা হয়েছিল যা পরে অসত্য প্রতিপন্ন হয়।[১০] পরবর্তীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান সরকারের মন্ত্রী গোয়ে বেলসের নেতৃত্বে প্রপাগান্ডার বহুমাত্রিক রূপ ধরা পড়ে।

সাম্প্রতিক সময়ে ২০১৬ সালে মার্কিন নির্বাচনে ভুয়া খবরের বহুমাত্রিক ব্যবহারে টনক নড়ে গবেষক ও নীতিনির্ধারকদের। একাধিক ভুয়া ওয়েবসাইটের[১১] মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বিরুদ্ধে ভুয়া খবর, ক্যামব্রিজ এনালিটিকা কেলেঙ্কারিসহ বেশ কিছু উদ্যোগের মাধ্যমে সে বছরের নির্বাচনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, নির্বাচন পূর্ববর্তী ভুয়া খবরগুলোর প্রভাব পাঠকের উপর ছিল বেশ উল্লেখযোগ্য।[১২] এছাড়া ভুয়া খবরের মাধ্যমে একজন নাগরিকের ভোটদানের সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হতে পারে বলেও জানা গেছে গবেষণায়। আরও প্রশ্ন উঠেছিল নাগরিকদের মিডিয়া লিটারেসি সংক্রান্ত সামর্থ্য নিয়েও। স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির ২০১৫ সালের জরিপে দেখা গেছে, ৮০ শতাংশ শিক্ষার্থী খবর ও বিজ্ঞাপনের তফাৎ বোঝে না। অপরদিকে নির্বাচনকালে বিভাজিত সমাজকে আরও বিপদাপন্ন করতে পারে এই ভুয়া খবরের তথ্য।[১৩]

তারপর মহামারীর যুগে দেখা যায় ভুয়া খবরের আরেক ভয়াবহ রূপ যাকে গবেষকরা বলছে, ইনফোডেমিক। করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকে ভুয়া খবর যেন প্রতিনিয়ত দখল করে নিয়েছিল লকডাউন বন্দী মানুষের মগজ। সামাজিক মাধ্যম থেকে মূলধারার গণমাধ্যম কেউ বাদ যায়নি এসব থেকে। করোনা ভাইরাস ল্যাবরেটরিতে তৈরি থেকে করোনা ভ্যাকসিন-বিরোধী বিভিন্ন ভুয়া খবর। পাশাপাশি করোনা থেকে বাঁচার কতশত ভুয়া স্বাস্থ্য পরামর্শ! ভুয়া খবরের সরাসরি প্রভাব কত ভয়াবহ সেটি এই সময়ে সবার কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে।

ইতিহাসে সবসময়ই মাঠের যুদ্ধের পাশাপাশি মনস্তত্ত্বের জগতে এগিয়ে থাকার জন্যে ভুয়া খবর, গুজব বা প্রপাগান্ডার আশ্রয় নেয়া হয়। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটেও পুরনো বা ভিন্ন ঘটনার ছবি দিয়ে ইউক্রেন যুদ্ধের বলে দাবি করা হয়। এছাড়া এই সময়ে ডিপফেক ছবি ও ভিডিওর'ও কিছু নমুনা পাওয়া যায়। এমনকি এই যুদ্ধকে নাটক হিসেবে দাবি করেও ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক মাধ্যমে।[১৪] ইউক্রেন নিয়ে রাশিয়া ও আমেরিকার বিরোধ প্রধানতম হলেও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত অনেক দেশকে এই মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের ক্ষেত্র বানানো হয়। যেমন, পোল্যান্ডের সেনাপ্রধান সবাইকে 'এলার্ট' থাকার আদেশ সংক্রান্ত ভুয়া ভিডিও কিংবা ফিনল্যান্ড, রাশিয়ার পক্ষে এই যুদ্ধে যুক্ত হয়েছে এমন দাবিও ঘুরপাক খাচ্ছিল সেসব দেশের সামাজিক মাধ্যমগুলোতে।

এছাড়া পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও ভুয়া খবর ছড়ানোর ২৬৫টি ওয়েবসাইটের বিরাট সংঘবদ্ধ একটি নেটওয়ার্ক আবিষ্কার করেছে ইউরোপের ডিসইনফরমেশন নিয়ে গবেষণা করা ডিসইনফোল্যাব।[১৫] এই নেটওয়ার্ক অন্তত ৬৫টি দেশে কার্যকর ছিল।

ভারতের বেশ কিছু গণমাধ্যম কিভাবে ভুয়া বিশেষজ্ঞ তৈরি করে তাদের বক্তব্য ব্যবহার করতো তা নিয়েও দীর্ঘ গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ডিসইনফোল্যাব।

ভুয়া খবরের বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

যে কয়টি দেশ খুব দ্রুত ইন্টারনেটের আওতায় আসছে তার মধ্যে বাংলাদেশ একটি। ১৬ কোটি লোকের দেশে অন্তত ১২ কোটি ৬০ লাখ লোক ইতোমধ্যে ইন্টারনেটের আওতায় চলে এসেছে।[১৬]

কিন্তু ইন্টারনেটে প্রাপ্ত তথ্যের ব্যাপারে এবং তার ব্যবহারবিধি কী হবে সে ব্যাপারে রয়েছে শিক্ষা বা সচেতনতার অভাব। ইউনিসেফের সহায়তায় এক জরিপে[১৭] দেখা গেছে, অর্ধেকের মত লোক তথ্য যাচাইয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত না। প্রায় ১২০০ অংশগ্রহণকারীদের ৭৪ ভাগেরই একটি সংবাদ কীভাবে পাঠ করতে হয় সে সম্পর্কে সচেতনতা অপর্যাপ্ত।

বাংলাদেশে ভুয়া খবরের ধরণগুলো মোটা দাগে রাজনীতি, ধর্মীয়, স্বাস্থ্য ও ব্যবসা সংক্রান্ত। করোনা মহামারীর আগে রাজনীতিই ভুল খবর ছড়ানোর সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র ছিল। রাজনৈতিকভাবে মারাত্মক মেরুকরণ বাংলাদেশে সবসময় রাজনীতিতে ভুয়া খবরকে সবচেয়ে আলোচনায় আনলেও করোনাকালে দেখা যায়, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ভুয়া খবর থেকে নিরাপদ থাকার ব্যাপারেও পিছিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। ২০২১ সালে ফেসবুকের ফ্যাক্টচেকিং পার্টনার সংস্থা 'বুম বাংলাদেশ' এক প্রতিবেদনে জানায়, তারা ২০২০ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বাংলাদেশের মূলধারার সংবাদমাধ্যমে ২৩টির বেশি ভুয়া সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে বলে চিহ্নিত করেছে, যার মধ্যে ১৩টি ছিল করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত ভুয়া খবর। ওই ১০ মাসে সামাজিক মাধ্যম এবং সংবাদমাধ্যম মিলিয়ে মোট ৪০০ এর অধিক ভুয়া খবর চিহ্নিত করে সংস্থাটি।[১৮] একক গণমাধ্যম হিসেবে ১০টির বেশি ভুয়া খবর প্রচার করে সময় টিভি। ২০২২ সালের আরেকটি ফ্যাক্টচেকিং সংস্থা রিউমার স্ক্যানারের প্রতিবেদনে দেখা যায়, ১১৮টি ঘটনায় আংশিক ভুল বা ভিত্তিহীন খবর প্রচার করেছে মূলধারার গণমাধ্যম।[১৯]

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভুয়া খবরের বেশ কিছু পক্ষ আছে। এর মধ্যে সরকার দলীয় সমর্থকদের একটি বিরাট অংশের অংশীদারিত্ব আছে। সরকারের একাধিক মন্ত্রী বা তাদের দলের একাধিক ব্যক্তিদের পেজ থেকে বিভিন্ন সময়ে ভুয়া খবর প্রচারিত হয়েছে যার বেশ কিছু ইতোমধ্যে যাচাইও করেছে বাংলাদেশের ফ্যাক্টচেকাররা। এছাড়া বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য গণমাধ্যমের মালিকানার সাথে সরকার দলীয় ব্যক্তিরা সংশ্লিষ্ট থাকায় গণমাধ্যমকেও ভুল তথ্য ছড়ানোর মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে দেখা গেছে।[২০] এছাড়া সরকার বিরোধী বেশ কিছু পেজ থেকেও অনেক সময় সরকারকে লক্ষ্য করে ভুল তথ্য প্রচার করে।

বাংলাদেশে নির্বাচনকেন্দ্রিক ভুল তথ্য

ইন্টারনেটের বহুল ব্যবহারের সাথে ধীরে ধীরে নির্বাচনকেন্দ্রিক ভুল তথ্যের মাত্রা বাড়ছে এবং ধরণ বদলাচ্ছে। ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে 'আমার দেশ' নামে বিরোধী দল সমর্থক পত্রিকায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের একজন আসামীকে নিয়ে ভুয়া ছবি প্রকাশ করা হয়। তারপর থেকে ধীরে ধীরে এই ভুল তথ্যের সংখ্যা বাড়তে থাকে। রাজনীতিবিদ ও ক্রীড়া তারকাদের জড়িয়ে সাম্প্রদায়িক ভুয়া খবর ছড়ানোর অভিযোগও উঠেছিল ২০১৫ সালে।[২১] এছাড়া প্রবাসীদের নিয়েও অনলাইনে ভুয়া খবরের নমুনা পাওয়া গেছে ঐ সময়ে।[২২]

২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের দুটি দলের প্রধানকে নিয়েই বেশ কিছু ভুয়া খবর ছড়ানো হয়। তার মধ্যে আছে, শেখ হাসিনা পৃথিবীর দ্বিতীয় সেরা প্রধানমন্ত্রী কিংবা খালেদা জিয়ার পরিবার পৃথিবীর তৃতীয় দুর্নীতিবাজ পরিবার।[২৩, ২৪] এমনকি অস্তিত্বহীন সংগঠনের নামে প্রচারিত প্রধানমন্ত্রীর দ্বিতীয় সেরা হওয়ার ভুয়া খবরটি পৌঁছে যায় সংসদেও।[২৫]

এছাড়া ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে ফেসবুক ও টুইটার সরকার সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু ভুয়া ওয়েবসাইটকে ব্যান করে দেয়।[২৬] এর বাইরে প্রথম আলো, বিবিসির মত স্বনামধন্য সংবাদমাধ্যমের ওয়েবসাইট নকল করে হুবহু ওয়েবসাইট তৈরি করার চেষ্টাও করা হয়[২৭] যা তখন একাধিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। এর মাঝে সরকার দলীয় নীতিনির্ধারকদের ঘোষণায় জানা যায়, তারা এক লক্ষ 'সাইবার যোদ্ধা' তৈরি করছেন যা পুরো ভুল তথ্যের ইকোসিস্টেমকে আরো শক্তিশালী করবে।[২৮] প্রতিবেদন মারফত জানা যায়, গবেষকরা মনে করছেন এইসব যোদ্ধার মাধ্যমে অনলাইনভিত্তিক সামাজিক মাধ্যমগুলোতে রাজনৈতিক ও সামাজিক বয়ানগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হবে। এছাড়া এসব সাইবার যোদ্ধার মাধ্যমে কাউন্টার-প্রপাগাণ্ডা চালানোর আশঙ্কাও জানানো হয়েছে ফ্যাক্টচেকারদের তরফ থেকে।[২৯]

বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচনে পূর্বে আলোচিত সংকটগুলোর পাশাপাশি আরও আধুনিক উপায়ে ভুয়া তথ্য ছড়ানো হতে পারে। দেখা যাচ্ছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যেমন চ্যাট জিপিটি ব্যবহার করে মাত্র ১০ মিনিটে ভুয়া খবর তৈরি করার নমুনাও পাওয়া গেছে।[৩০] এছাড়া, মূলধারার গণমাধ্যমের লোগো ব্যবহার করে ভুয়া উক্তি বানিয়ে ছড়ানো হচ্ছে[৩১] এবং তা ভোটের মাঠকে ইতোমধ্যে স্থানীয়ভাবে প্রভাবিত করছে।[৩২] এর বাইরে কাল্পনিক ইমেজ বা ভিডিও তৈরির বিশেষ কিছু টুলকে ব্যবহার করে বিভিন্ন ভুয়া ছবি তৈরি করে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েও আগামীদিনের রাজনীতিকে প্রভাবিত করা হতে পারে যার কিছু প্রাথমিক নমুনা ইতোমধ্যে প্রতীয়মান।[৩৩] একটি ভিডিওতে রাজনীতিবিদ ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানাকে স্বল্পবসনে নাচতে দেখার দাবি করা হয়েছে, কিন্তু ফ্যাক্টচেকাররা দেখেছে, ভিডিওটি এডিট করে তৈরি করা।[৩৩]

ধর্মীয় ভুল তথ্যের প্রকৃতি

বাংলাদেশে রাজনীতি ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ভুয়া তথ্যের বাইরে ভুয়া তথ্যের আরেকটি বড় উৎস হল ধর্মীয় জাতিগোষ্ঠীকে টার্গেট করে ছড়ানো বিভিন্ন ভুল তথ্য বা গুজব। ভিন্ন ধর্মীয় সংখ্যালঘুর বিরুদ্ধে নানা সময়ে মিসইনফরমেশন ও ডিসইনফরমেশন ছড়াতে দেখা যায়। মুসলিমদের মূলধারার বাইরের গোষ্ঠী যেমন আহমদীয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেও নানাসময়ে ভুল তথ্য বা অপ্রমাণিত গুজব ছড়াতে দেখা গেছে। এর বাইরেও মুসলিম ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং ধর্মীয় নেতাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে ভুয়া খবর ছড়ানো হয়েছে। এছাড়া যেকোনো ধর্মীয় অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি হলে ভুয়া তথ্য বা গুজবের মাত্রা বেড়ে যায়। অনেক সময় সেগুলো আন্তর্জাতিকভাবে ছড়িয়ে পড়তে দেখা গেছে অথবা তার উল্টো ঘটনা ঘটেছে। এমনকি ধর্মীয় নেতাকে গ্রেফতারের ঘটনাও ঘটেছে।[৩৪]

ফ্যাক্টচেকিং এর বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশের এই বহুমাত্রিক ভুয়া খবরের সমস্যাকে সামনে রেখে ২০১৭ সালে প্রথম তথ্যযাচাইকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিডিফ্যাক্টচেকের আবির্ভাব হয়। প্রথমে এটি স্বপ্রণোদিতভাবে চললেও পরে ধীরে ধীরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এটি প্রতিষ্ঠান আকারে আত্মপ্রকাশ করে। বিডিফ্যাক্টচেক সে সময়ে ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই), ফোয়ো মিডিয়া ইনস্টিটিউট এবং ইউএনডিপি বাংলাদেশের সহযোগিতায় কাজ শুরু করে। বিডি ফ্যাক্টচেক ভুল তথ্যের কারণে সৃষ্ট কোভিড-১৯ হেট স্পিচের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভূমিকা রাখার জন্য ইউএনডিপির পুরষ্কারও অর্জন করেছে। একই বছর আরো দুটি স্বতন্ত্র ফ্যাক্টচেকিং প্রতিষ্ঠান যাচাই এবং ফ্যাক্টওয়াচও এই ভুয়া তথ্যের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধে যুক্ত হয়। এই কার্যক্রমের পরে ফ্যাক্ট-চেকিং জনগণের জন্য সঠিক তথ্য জানার একটি নতুন পথ উন্মোচন করে। এসকল প্রতিষ্ঠান যা কিছু ‘প্রতিষ্ঠিত সত্য’ ছিল সেগুলোকে চ্যালেঞ্জ করে এবং ভুল তথ্য প্রচারকারীদের মুখোশ উন্মোচন করতে শুরু করে।

পরবর্তীতে বুম বাংলাদেশ নামের আরেকটি ফ্যাক্টচেকিং সংস্থা ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাদের কার্যক্রম শুরু করে এবং সেই বছরের এপ্রিলে সংস্থাটিকে প্রথম ফ্যাক্টচেকিং পার্টনার হিসেবে ঘোষণা করে ফেসবুক। এর ধারাবাহিকতায় আরও একটি নতুন ফ্যাক্ট-চেকিং সংস্থা রিউমার স্ক্যানার ২০২০ সালের মার্চে ফ্যাক্টচেকিং প্রতিষ্ঠানের তালিকায় নাম লেখায়। এখন পর্যন্ত তারা বেশ কিছু কাজ করে সকলের নজর কাড়ে। যদিও তাদের কিছু বিতর্কিত কর্মকান্ড নিয়ে পূর্বোক্ত ফ্যাক্টচেকিং সংস্থা[৩৫] ও মূলধারার গণমাধ্যমে কিছু তথ্য উঠে এসেছে।[৩৬] মূলত ২০২০ সালে ফেসবুক কর্তৃক ব্যান হওয়া একটি হ্যাকার গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতাসহ একাধিক ব্যক্তির এই ফ্যাক্টচেকিং সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া যায় সেই প্রতিবেদনগুলোতে।

২০২১ সালের মে মাসে বাংলাদেশের জন্য ফেসবুকের নতুন ফ্যাক্টচেকিং পার্টনার হিসাবে ফ্যাক্টওয়াচ এবং এএফপি ফ্যাক্ট চেক বাংলাকে যুক্ত করে মেটা। সর্বশেষ ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে ডিসমিসল্যাব নামে আরেকটি নতুন স্বাধীন প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করেছে। তারা ফ্যাক্টচেকিং এর পাশাপাশি মিডিয়া লিটারেসি এবং মিডিয়াকে জবাবদিহিতার আওতায় আনার জন্যে বিভিন্ন দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

এর বাইরে বেশ কিছু ফ্যাক্টচেকিং সংস্থার নামে ফেসবুক পেজ বা কিছু ওয়েবসাইট পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলো কারা পরিচালনা করছে এবং তার অর্থায়ন কীভাবে হয় সে ব্যাপারে স্পষ্ট কিছুর উল্লেখ নেই। যদিও একটি তথ্য যাচাইকারী সংস্থার উপর আস্থা তৈরির বড় নিয়ামক হচ্ছে তার স্বচ্ছতা।

ভুয়া খবরের ধারাবাহিক আক্রমণে মূলধারার গণমাধ্যমের বিপর্যস্ত হওয়ার কালেও একাধিক গণমাধ্যমে ফ্যাক্টচেকিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছিল। আজকের পত্রিকা এবং এনটিভিতে ধারাবাহিকভাবে বেশ কিছু প্রতিবেদন প্রকাশ করার পরে ধীরে ধীরে সেসব স্তিমিত হয়ে যায়। বর্তমানে ফ্যাক্টচেকিং সংস্থার বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশ করা ছাড়া এ ধরণের কোনো কার্যক্রম মূলধারার গণমাধ্যমে অবশিষ্ট নেই।

সরকারি প্রতিষ্ঠান প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ (পিআইবি) ও এর পাশাপাশি ইন্টারনিউজ, এশিয়া ফাউন্ডেশন, ফয়ো মিডিয়া ইন্সটিটিউট[৩৭], ম্যানেজমেন্ট রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ ফ্যাক্টচেকিং বিষয়ে নিয়মিত সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কর্মসূচির আয়োজন করে থাকে। তবে এখন পর্যন্ত কিছু অনলাইন কোর্স এবং একটি বই, ফ্যাক্ট-চেকিং অ্যান্ড ভেরিফিকেশন হ্যান্ডবুক এবং এ সংক্রান্ত কিছু গবেষণা পাওয়া যায়।

নির্বাচনে অপ/ভুয়া তথ্যের ঝুঁকি

ভুয়া খবর, ভুল/ অপ/কু-তথ্য, গুজব ইত্যাদির মাধ্যমে বিভ্রান্তি ছড়ানোর ঘটনা বাংলাদেশে একেবারে নতুন কিছু নয়। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার ভুয়া ও উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচারের কারণে ব্যাপক সহিংসতা ও প্রাণহানির মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে। বাংলাদেশে ২০১৮ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে ফেসবুক ৯টি পেজ এবং ৬টি অ্যাকাউন্ট বন্ধ করেছিল এবং প্রায় একই সময়ে টুইটার ১৫টি ভুয়া অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার কথা জানিয়েছিল। পরবর্তীতেও সময়ে সময়ে এ ধরনের পদক্ষেপের কথা শোনা গেছে। কিন্তু তাতে ভুয়া তথ্যের প্রচার কমেনি, বরং এর অন্যতম প্রধান মাধ্যম হয়ে আছে বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম। গাজীপুরের সাম্প্রতিক সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ভোটগণনার সময়ে সোশ্যাল মিডিয়া ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ক্ষমতাসীন দলের মনোনীত প্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করার ভুয়া তথ্য প্রচারের ঘটনা নির্বাচনের দিন ও নির্বাচনোত্তর অস্থিরতার ঝুঁকি তৈরির নজির হিসাবে বিবেচনা করা যায়।

বিশ্ব জুড়ে এসব ভূয়া খবর বা বানোয়াট তথ্যের উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার এবং অজ্ঞতাজনিত ও উদ্দেশ্যহীন প্রচার নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। ব্যঙ্গাত্মক রচনা বা মন্তব্য কিংবা প্যারোডি থেকে শুরু করে বিপজ্জনক ষড়যন্ত্র তত্ত্ব পর্যন্ত নানা উৎস থেকে ভুয়া বা বিভ্রান্তিকর তথ্যের উৎপত্তি ঘটছে। বিব্রতকর কিংবা ক্ষতিকর সত্যকে আড়াল বা অস্বীকার করা এবং মিথ্যাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সত্য হিসাবে চালানোর চেষ্টা আগেও হতো। তবে এখন এর বিস্তৃতি বাড়ার মূল কারণ ইন্টারনেটের পরিব্যাপ্তি ও সোশ্যাল মিডিয়া। ২০১৬ সালে অক্সফোর্ড ডিকশনারির বিবেচনায় বছরের সবচেয়ে আলোচিত শব্দ ছিল ফেইক নিউজ। ২০১৭ সালেও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কল্যাণে শব্দটি শীর্ষ আলোচিত শব্দাবলীর তালিকায় ছিল। পরিহাসের বিষয় হলো যেসব খবরে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বা তাঁর পরিবার ও ঘনিষ্ঠদের কেলেঙ্কারির কথা প্রকাশিত হয়, সেগুলোকেই তিনি বানোয়াট খবর বলে উড়িয়ে দেন। বিপরীতে তাঁর অনুসারী কট্টর ডানপন্থী কিছু গোষ্ঠী সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোতে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অজস্র বানোয়াট তথ্য ব্যবহার করে অপপ্রচার চালায়।

বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি মানুষ এখন ইন্টারনেট ব্যবহার করে এবং ইউনিসেফের হিসেবে তরুণদের ৬৯ শতাংশ তথ্য পেতে; অন্যের সঙ্গে তা শেয়ার করতে এবং সামাজিক যোগাযোগের জন্য ইন্টারনেটের ওপর নির্ভরশীল। ব্যবহারকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যেসব তথ্য, সেগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে সহজলভ্য করার অ্যালগরিদমের কারণে বিভ্রান্তির বা অপতথ্য হলেও সেগুলো খুব দ্রুতই মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। এই তথ্য প্রকাশ, প্রচার বা ছড়ানোর বিষয়টি জটিল ও বহুমাত্রিক - তা কোনো নির্দিষ্ট সীমানায় সীমাবদ্ধ নয় এবং বিভিন্ন রূপে তা আর্বিভূত হতে পারে।

অপতথ্য ও ভুয়া তথ্যের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞায়নের বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা এখনও যে ঐকমত্যে পৌঁছাতে পেরেছেন, তা নয়। কারণ এর ব্যাপকতা অনেক বেশি। ভুয়া খবর, ফালতু খবর, কম্পিউটারের সফটওয়্যার ব্যবহার করে প্রচারমূলক কাজ, অনলাইনের মাধ্যমে অন্যের ক্ষতিসাধন করা যায় এমন আধেয়, ঘৃণা বা বিদ্বেষমূলক আধেয়, অনলাইনে অস্বাভাবিক আচার-আচরণ এগুলোর সবই অপপ্রচার বা বিভ্রান্তি ছড়ানোর কৌশল হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এগুলো ছবি, ভিডিও, অডিও, লেখা, আঁকা ছবি, গ্রাফিক্স এবং মানুষের তৈরি বা কম্পিউটারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর তৈরি আধেয়র (ডিপ ফেক) মাধ্যমে হয়ে থাকে।

ফেক নিউজ: ‘ইট’স কমপ্লিকেটেড’ শীর্ষক প্রকাশনায় ক্লেয়ার ওয়ার্ডল সাত রকম অপ/ভুয়া তথ্য দেখিয়েছেন:

ব্যঙ্গ বা প্যারোডি: ক্ষতিকর কোনো উদ্দেশ্য না থাকলেও মানুষকে বোকা বানাতে পারে বা ধোঁকা দিতে পারে।

ভুল ধারণা দেওয়া আধেয়: কোনো বিষয় বা ব্যক্তি সম্পর্কে ভুল ধারণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তথ্যের অপব্যবহার।

নকল পরিচয়ে আধেয়: প্রকৃত উৎস বা সূত্রের পরিচয় ব্যবহার করে ভুল তথ্য দেওয়া।

বানোয়াট আধেয়: ধোঁকা দেওয়া বা বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে এমন আধেয় তৈরি যা শতভাগ ভুয়া।

ভুয়া যোগসূত্র স্থাপন: যখন শিরোনাম বা ছবি বা বিবরণ আধেয়র সঙ্গে মেলে না।

ভুয়া পটভূমি: আসল আধেয় ব্যবহার করে ভিত্তিহীন তথ্য ও পটভূমি তুলে ধরা।

বিকৃত আধেয়: আসল বা প্রকৃত তথ্য বা ছবিকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ধোঁকা দেওয়া।

অপ/ভুয়া তথ্য তৈরি, প্রকাশ এবং বিতরণ বা শেয়ার করার কাজটি নানাভাবে নানাজনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকর হচ্ছে রাজনৈতিক বা কোনো গোষ্ঠীগত স্বার্থে সংগঠিতভাবে ভুয়া/অপ তথ্য তৈরি, প্রকাশ ও প্রচার। জাতিসংঘের তদন্তকারীরা মিয়ানমারে রোহিঙ্গা গণহত্যায় সামরিকবাহিনীর এধরনের অপতথ্য ছড়ানোর প্রমাণ পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী গোষ্ঠীর রাজনৈতিক প্রচারের প্রমাণ পেয়েছে বিভিন্ন মানবাধিকার গোষ্ঠী। বিতর্কিত তত্ত্ব প্রচারেও এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যা গত কোভিড মহামারির সময়ে পশ্চিমা দেশগুলোতে বেশ প্রকটভাবে দেখা গেছে। ভিন্ন দেশ, বিশেষত শত্রুভাবাপন্ন বা প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র থেকেও এধরনের অপ/ভুয়া তথ্য প্রচার করা হতে পারে। তথাকথিত বিকল্প প্রচারমাধ্যম হিসাবে গড়ে ওঠা বিভিন্ন মাধ্যমেও এধরনের অপপ্রচার বা বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়ে থাকে।

রাজনৈতিক সংকট ও উত্তেজনার বেলায় মানুষের বাড়তি আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসার সুযোগে এসব অপতথ্যের প্রসার ও ঝুঁকি অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যায়। আর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সবচেয়ে উত্তেজনাকর উপলক্ষ্য হচ্ছে নির্বাচন। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের মতো উন্নত গণতন্ত্রেও অপতথ্য ও বিকৃত তথ্যের নাটকীয় রকম বিস্তার পরিলক্ষিত হয়েছে এবং তার প্রভাব নিয়ে অনেকগুলো তদন্ত ও গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে ২০১৬, ২০১৮ ও ২০২০ সালের নির্বাচন এবং যুক্তরাজ্যে ব্রেক্সিট গণভোটে রাশিয়ার পক্ষ থেকে অপতথ্য ছড়ানোর অভিযোগ নিয়ে এখনও গবেষণা চলছে। সম্প্রতি রাশিয়ায় ব্যর্থ অভ্যুত্থান চেষ্টার সঙ্গে জড়িত ভাড়াটে সেনা সরবরাহকারী ভাগনার গ্রুপের যেসব কার্যক্রম প্রকাশ পেয়েছে, তাতে জানা যায় যে ভাগনার গ্রুপ অনলাইনে অপপ্রচার বা বিভ্রান্তি ছড়ানোর কাজে পেশাদার ট্রলবাহিনী গড়ে তুলেছে, যারা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর স্বার্থে কাজ করে থাকে। উন্নয়নশীল বা উদীয়মান শক্তি হিসাবে পরিচিত দেশগুলোর মধ্যে আমাদের উপমহাদেশে ভারত ও পাকিস্তানেও একই উপসর্গ দেখা গেছে। বাংলাদেশে বিষয়টি এর আগে বেশি একটা আলোচিত না হলেও আগামী নির্বাচনে অপতথ্য ও বিকৃত তথ্য জনমতকে প্রভাবিত করার আশংকা ক্রমশই ঘনীভূত হচ্ছে।

ইন্টারনেটে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালনে সক্ষম কিছু সফটওয়্যার উদ্ভাবন করেছে প্রযুক্তিবিদরা, যা বট নামে পরিচিত। অন্য যে কোনো স্বাভাবিক ব্যবহারকারীর মতো হাজার হাজার ভুয়া অ্যাকাউন্ট তৈরি করে সেগুলোর মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে অনুসরণ, তাঁর অনুসারীর সংখ্যা নাটকীয়ভাবে বাড়িয়ে দেওয়া, তার মন্তব্য বা আধেয়কে দ্রুত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ করে এই বট। কোনো একটি আধেয় বিপুল সংখ্যায় শেয়ার হলে তা অন্যদের কাছে সহজেই বিশ্বাসযোগ্যতা পেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। ফলে বট হচ্ছে ভুয়া/ অপ তথ্য ছড়ানোর অন্যতম হাতিয়ার।

ইন্টারনেটে এলগরিদম নামে পরিচিত আরেকটি স্বয়ংক্রিয় পন্থা কাজ করে, যা অপ/ভুয়া তথ্য প্রচারে সহায়ক হয়। এলগরিদম হচ্ছে ইন্টারনেটে ব্যবহারকারীর আচরণের ওপর ভিত্তি করে তার পছন্দের বিষয়কে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাছাই করে দৃশ্যমান করে তোলা। সার্চ ইঞ্জিন যেমন এটি করে, তেমনি সোশ্যাল মিডিয়াও এটি করে। এমনকি, অনেক সাধারণ পোর্টালেও এলগরিদম কাজ করে। রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলো এর ফলে জনগোষ্ঠীর সুনির্দিষ্ট অংশকে লক্ষ্য করে তাদের বার্তা/ বক্তব্য প্রচার করতে পারে। বৃটেনে ব্রেক্সিট ভোটে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের আচরণবিধি অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করে তার ভিত্তিতে নির্দিষ্টভাবে অভিবাসনবিরোধী ও ইউরোপীয় ইউনিয়নবিরোধী প্রচার চালানো হয়, যা চ্যানেল ফোর ও গার্ডিয়ান পত্রিকার অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে এবং ক্যামব্রিজ অ্যানালিটিকা নামের একটি প্রতিষ্ঠান সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য বেআইনিভাবে হাতিয়ে নেওয়া ও তা রাজনৈতিক দলের কাজে ব্যবহারের জন্য জরিমানা দিতে বাধ্য হয়। কোম্পানিটিও শেষ পর্যন্ত অবলুপ্ত হয়।

সর্বসম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) প্রযুক্তির যে দ্রুত উন্নতি ও সম্প্রসারণ ঘটছে, তাতে ঝুঁকি বহু গুণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিউইয়র্কের আদালতে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের আগে

তাঁর আবাস ফ্লোরিডায় মার-এ লাগোতে এফবিআই বিভিন্ন গোপন নথির সন্ধানে যখন তল্লাশি চালায়, সেদিনই একটি ছবি ছড়িয়ে পড়ে যাতে দেখা যায় এফবিআই-এর সদস্যরা তাঁকে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। নিউইয়র্কের আদালতে হাজিরা দেওয়ার আগেই ছবিটি টুইটারে আট লাখ মানুষ দেখেছে। বিবিসির ডিসইনফরমেশন ওয়াচ ছবিটি ভুয়া এবং এআই দিয়ে তৈরি বলে চিহ্নিত করে। এরকম বেশ কিছু ভুয়া ছবি দিয়ে গত ৮ এপ্রিল নিউইয়র্ক টাইমস একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে প্রশ্ন তোলে 'আমরা কি কোনো কিছুই আর দেখে বিশ্বাস করতে পারব না?' (ক্যান উই নো লঙ্গার বিলিভ এনিথিং উই সি?) ভুয়া ছবি চিহ্নিত করার কৌশল নিয়েও তারা আলোচনা করেছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে এতটা সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। ফলে, ভুয়া ছবি ও খবর মোকাবিলা এখন মূলধারার সংবাদমাধ্যমের জন্য যে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা ধরনের বিষয়ভিত্তিক গ্রুপ গঠনের পর সে সব গ্রুপের মাধ্যমেও ভুয়া/অপ তথ্য ছড়ানো হয়। এসব গ্রুপ সবসময়েই যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অপতথ্য প্রচারে যুক্ত হয় তা নয়। অনেক সময়ে অসচেতনতার কারণে কোনো কিছু নজর কাড়ায় তা অন্যদের সঙ্গে শেয়ার করার উৎসাহের কারণে সেই আধেয়র যথার্থতা যাচাই না করেই তা করা হয়। ব্যক্তিপর্যায়েও এমনটি ঘটে।

ভারতে 'সোশ্যাল মিডিয়ার নির্বাচন'

ভারতে ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে সাংবাদিকদের এড়িয়ে জনগণের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের জন্য রাজনীতিবিদরা সোশ্যাল মিডিয়াকে যে হারে ব্যবহার করেছেন তার কারণে ওই নির্বাচনকে অনেক গবেষকই 'সোশ্যাল মিডিয়ার নির্বাচন' অভিহিত করে থাকেন। বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী দেশটিতে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা তখন ৪৫ কোটির বেশি হওয়ায় এটি মোটেও অস্বাভাবিক কিছু নয়। সৈয়দ জয়নাব আক্তার, আনমল পান্ডা ও জয়জিত পাল তাঁদের এক যৌথ গবেষণায় দেখিয়েছেন ওই নির্বাচনে অপতথ্যের বিষয়গুলো ছিল ভারতীয় সমাজের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিচিতির পটভূমি থেকে উৎসারিত। ধর্ম, জাতীয়তা এবং নারী ও পুরুষভেদে কোনটা স্বদেশজাত, আর কোনটা নয় তা জনআলোচনায় প্রাধান্য বজায় রাখে। দুর্নীতি ও উন্নয়ন নির্বাচনী প্রচারের আবশ্যিক অংশ হওয়ায় সেগুলো নিয়ে দলগুলো পরস্পরকে আক্রমণ করলেও, সে সম্পর্কিত বার্তাগুলো জাতীয়তাবাদের মত সাংস্কৃতিক চেতনা বা আবেগমথিত ছিল না। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের মতো বিষয় তাতে ওঠেনি। অপতথ্যের ব্যবহারে তাই ধর্ম ও জাতীয়তাবাদের ইস্যু ছিল প্রধান।

তাঁদের গবেষণায় দেখা যায়, ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ও ভারতীয় কংগ্রেস (আইএনসি) অপতথ্যের উৎস ও লক্ষ্য উভয় দিক দিয়েই অন্যান্য দলের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিল। অপতথ্যের যে সব কাহিনি প্রকাশ পেয়েছে সেগুলো পর্যালোচনা করে তাঁরা দেখেছেন কংগ্রেস যত কাহিনি প্রকাশ করেছে বিজেপি করেছে তার দ্বিগুণেরও বেশি। বিজেপির প্রকাশ করা অপতথ্যের ৫৬ শতাংশের উদ্দেশ্য ছিল নেতিবাচক এবং লক্ষ্য ছিল কংগ্রেস। প্রায় ১৬ শতাংশ ছিল বিজেপির নিজেদের সম্পর্কে, যেগুলো ছিল ইতিবাচক এবং নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার প্রয়াস। বিজেপি বিরোধীদের লক্ষ্য করে যেসব অপতথ্য প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলোতে অপতথ্য ছিল ধর্ম ও অন্যান্য বিষয়ে। পরে সেসব মিথ্যাকে সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্য তারকাদের ব্যবহার করার প্রবণতাও গবেষণায় উঠে এসেছে। বিপরীতে কংগ্রেসের প্রচারণায় ধর্ম বা জাতীয়তাবাদ অনুপস্থিত এবং বিজেপিকে লক্ষ্য করে তারা মূলত দুর্নীতি ও নারী-পুরুষের ভেদাভেদের বিষয়টিকে উপজীব্য করেছে। কংগ্রেসের অপতথ্য প্রকাশেও ৫৬ শতাংশের লক্ষ্য ছিল বিজেপি এবং নিজেদের ভাবমূর্তি বাড়ানোর চেষ্টায় ছিল ৩৬ শতাংশ।

ভিন্ন আরেকটি গবেষণায় অবশ্য অনুপম দাস ও র‍্যাল্ফ শ্রয়েডার দেখিয়েছেন বৈচিত্র্যময় গণমাধ্যমের পরিবেশে অপতথ্য নির্বাচনী প্রচারে আরও কেন্দ্রীয় ভূমিকা গ্রহণ করলেও মানুষের মধ্যে উচ্চমাত্রায় সচেতনতা তৈরি হওয়ায় তার গুরুত্ব অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। অবশ্য সেন্টার ফর ডেভেলপিং সোসাইটির সমীক্ষাটি ছিল মূলত শিক্ষিত ভোটারদের সাক্ষাৎকারভিত্তিক যা অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিতদের বেলায় ঠিক না-ও হতে পারে। মূলধারার গণমাধ্যমের প্রতি তাঁরা উচ্চমাত্রায় অবিশ্বাস দেখতে পেয়েছেন, যার মূল কারণ হচ্ছে তাদের পক্ষপাত। অবশ্য তারপরও টেলিভিশনের প্রতি এখনও আস্থা রাখেন ৫০ শতাংশের বেশি এবং সংবাদপত্রের প্রতি আস্থা রাখেন ৫৫ শতাংশ। সমীক্ষায় তাঁরা দেখেছেন, ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করা তথ্য প্রায় ৬৯ শতাংশই অবিশ্বাস করেন এবং বিশ্বাস করেন মাত্র ২১ শতাংশ।

পাকিস্তানের অভিজ্ঞতা

সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া অ্যাসিসটেন্সের হয়ে পাকিস্তানে ২০১৮ সালের নির্বাচনে ডিজিটাল মাধ্যমে অপতথ্যের প্রকৃত চিত্র বিশ্লেষণ করেছেন মানবাধিকারকর্মী তালাল রাজা। তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে তথ্যবিকৃতি, ব্যঙ্গাত্মক আধেয়র অপব্যবহার ও ছদ্ম পরিচয়ে অপতথ্য ছড়ানো হয়েছে। তাঁর দেওয়া একটি নজিরে দেখা যায়, নির্বাচনের আগে মার্চ মাসে ইউরেশিয়া রিভিউ নামের এক অনলাইন সাময়িকীতে খবর বেরে হয় যে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ বিতর্কিত রাজনৈতিক পরামর্শক ও অনলাইনের ডাটা নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠান ক্যামব্রিজ অ্যানালিটিকার সঙ্গে তাঁর দলের জন্য কাজ করতে চুক্তি করেছেন। ক্যামব্রিজ অ্যানালিটিকা বৃটেনের ব্রেক্সিট গণভোট ও যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নির্বাচন প্রভাবিত করতে কাজ করেছে। পাকিস্তানে খবরটি ভাইরাল হয় এবং ফ্যাক্টচেকাররা তা অসত্য হিসাবে প্রমাণ দেওয়ার পর সাময়িকীটি তাদের ভুল স্বীকার করে সংশোধনী প্রকাশ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরবর্তী সময়ে সেটি টেলিভিশনের টক শো তে আলোচিত হয় এবং উপস্থাপক বা অন্য অংশগ্রহণকারীরা সে সময়ে তা যে ভুয়া তথ্য সে কথাটা আর বলেন নি। উপরন্তু টকশোর অংশটি টুইটারে থেকে গেছে। অপ/ভুয়াতথ্য যে সহজে পুরোপুরি অপসারণ করা কঠিন এটি তার একটি দৃষ্টান্ত।

বিভ্রান্তিকর ও বিকৃত তথ্যের আরেক নজিরে দেখা যায়, ২০১৮ সালের ১৮ জুলাই নওয়াজ শরীফ লাহোর বিমানবন্দরে অবতরণ করলে সেখানে বিপুল জনসমাগমের ভিডিও ছড়ানো হয়। কিন্তু নিবিড় পর্যালোচনায় ধরা পড়ে যে, ভিডিও'র সবটাই লাহোরের ছিল না। এএফপির ফ্যাক্টচেকে ধরা পড়ে যে লন্ডনের এক জমায়েতের ফুটেজ তাতে জুড়ে দিয়ে বলা হয়েছে লাহোরে মল রোডে নওয়াজ শরীফকে স্বাগত জানাতে জনতার ঢল। ফ্যাক্ট চেকাররা জালিয়াতি চিহ্নিত করার আগেই তা অনলাইনে ৫৬ হাজার বার দেখা হয়েছে।

ব্যঙ্গাত্মক রচনার অপব্যবহার করে বিভ্রান্তি সৃষ্টির নজির হিসাবে তিনি যে ঘটনাটির কথা উল্লেখ করেছেন, তা হলো ব্যঙ্গাত্মক সাময়িকী ডিপেন্ডেন্ট-এ ইমরান খানের সাবেক স্ত্রী রেহাম খানের নামে একটি রম্য রচনা। ওই রচনায় রেহাম খানের মুখ দিয়ে বলানো হয় যে 'তাঁর জীবনের সেরা স্বামী ছিলেন ইমরান খান'। সাময়িকীর প্রচ্ছদ ও মূল রচনায় স্পষ্ট লেখা ছিল যে এটি একটি কল্পকাহিনি। কিন্তু ইমরান খানের কট্টর সমালোচক হিসাবে তিনি যখন পরিচিতি পেয়েছেন তখন ওই রম্যরচনা কোনো সর্তকবাণী বা ব্যাখ্যা ছাড়াই এমনভাবে প্রকাশ করা হয় যেন সত্যিই তিনি ওই কথা বলেছেন। ইমরান খানের পক্ষে প্রচার চালাতেই এমনটি করা হয়।

পাকিস্তানে ভুয়াতথ্য ছড়ানোর আরেকটি বহুলব্যবহৃত কৌশল ছিল ছদ্মপরিচয় ধারণ করে মিথ্যা মতামত বা মন্তব্য প্রচার। বিশ্বনেতাদের পরিচয় ধারণ করে টুইটারে ভুয়া অ্যাকাউন্ট খুলে নির্দিষ্ট কোনো নেতার প্রশংসা, কোনো সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করার চেষ্টা এমনকি কোনো সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানোর কাজেও এ ধরনের কৌশল অনুসরণ করার নজির পাওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং ফরাসী প্রেসিডেন্ট মাখোঁর পরিচয়ে ভুয়া টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে ইমরান খানের প্রশংসাসূচক টুইট করা হয় এবং তা আবার বিভিন্ন মাধ্যমে ভাইরাল করার সংঘবদ্ধ চেষ্টা চলে। কিন্তু ফ্যাক্ট চেকাররা দেখেন যে ওইসব ছদ্মপরিচয়ে অ্যাকাউন্ট খুলতে যে ইমেইল ও হ্যান্ডেল (টুইটারের ইআইডি) ব্যবহার করা হয়েছে তাতে নামের বানান ভুল, যা প্রমাণ করে ওগুলো প্রকৃত অ্যাকাউন্ট ছিল না। সাধারণ মানুষের চোখে তা সহজে ধরা পড়ার কথা নয়।

জালিয়াতি বা প্রতারণামূলক আধেয় তৈরি করে তা প্রচারের নজিরও ওই গবেষণায় উঠে এসেছে যেমন, রাজনৈতিক নেতাদের ছবি উদ্দেশ্যমূলকভাবে অন্য কোনো ঘটনা বা স্থানে জুড়ে বা বাদ দিয়ে (ফটোশপ বা সম্পাদনা করে) আধেয় তৈরি, ভিন্ন প্রেক্ষাপটের মন্তব্য সম্পাদনা করে অপ্রাসঙ্গিকভাবে বা বিকৃত করে তা প্রচার। ডন পত্রিকার লোগো ব্যবহার করে পিটিআইয়ের একজন নেতার প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ প্রত্যাহার করার খবর টুইটারে শেয়ার করা হয়, যা পরে পত্রিকাটির পক্ষ থেকে অসত্য বলে জানানো হয়।

মিডিয়া ম্যাটারস ফর ডেমোক্রেসি নামের একটি অধিকারগোষ্ঠী জাতিসংঘ মানবাধিকার সংস্থার কাছে পেশ করা এক প্রতিবেদনে জানায় যে, পাকিস্তানের ২০১৮ সালের নির্বাচনে তারা লক্ষ্য করেছে রাজনৈতিক অপপ্রচার ও বিভ্রান্তিকর প্রচারের কাজটি সবচেয়ে বেশি হয়েছে সংগঠিতভাবে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর ওই অপপ্রচারে ভূমিকা ছিল। টুইটারে কৃত্রিমভাবে কোনো বক্তব্য বা তথ্যকে জনপ্রিয় করার জন্য দলবদ্ধভাবে হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে দ্রুত তাকে ট্রেন্ডিংয়ের তালিকায় উন্নীত করা হতো। ফলে দেশটিতে অধিকাংশ টুইটার ব্যবহারকারীর কাছে সেটি দৃশ্যমান হতো।

ওই একই গবেষণায় বলা হয় অপ/ভুয়া তথ্য প্রচারের আরেকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে জনমনে সংশয় তৈরি করে

মূলধারার গণমাধ্যম থেকে মানুষকে মুখ ফিরিয়ে নিতে উদ্বুদ্ধ করা। সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে ভুয়া খবরের অভিযোগ তুলে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ন করা অনেক সময়ে রাজনৈতিক কৌশলের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। 'দেশবিরোধী সাংবাদিক' হিসাবে অভিহিত করা এই কৌশলের অংশ।

বাংলাদেশের চিত্র

অপতথ্য ও তথ্যবিকৃতিতে বিভ্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে বেশি বলেই সাধারণভাবে (বিশেষজ্ঞমত) মনে করা হয়। এর কারণ প্রধানত দুটি - প্রথমত মূলধারার সংবাদমাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতায় ঘাটতি; এবং দ্বিতীয়ত, সামাজিক ও ডিজিটাল মাধ্যমের উপর পাঠকদের অতিনির্ভরশীলতা। বিভিন্ন জরিপের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে খবরের প্রধান সূত্র হিসাবে মানুষ এখন সবেচেয়ে বেশি নির্ভর করে টেলিভিশন চ্যানেলের উপর। তারপর আছে অনলাইন এবং তৃতীয় অবস্থানে সংবাদপত্র। এমআরডিআইয়ের করা সমীক্ষায় বলা হচ্ছে, খবরের জন্য ৯১ শতাংশ মানুষ নির্ভর করে টেলিভিশন, ৪০ শতাংশ অনলাইন এবং ২২ শতাংশ সংবাদপত্রের উপর (ট্রাস্ট বাট ভেরিফাই, ২০২২)। তবে, সংবাদমাধ্যম ও তার কাজের ধরণ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা, মালিকদের ব্যবসায়িক স্বার্থের বিবেচনায় খবরের বিশ্বাসযোগ্যতার বিষয়ে সংশয়ও লক্ষ্যণীয়। ওই একই জরিপে দেখা যাচ্ছে মানুষ সঠিক খবরের জন্য একাধিক মাধ্যমের শরণাপন্ন হয় এবং একাধিক মাধ্যমে একই তথ্য পেলে তার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়। এটি মূলধারার সংবাদমাধ্যমের প্রতি আস্থার ঘাটতির প্রতিফলন।

মূলধারার সংবাদমাধ্যমে আস্থার ঘাটতির অবশ্য একাধিক কারণ আছে। সংবাদমাধ্যমের উপর সরকারের বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপের কারণে স্বাধীনভাবে ও নির্ভয়ে কাজ করার পরিবেশ না থাকায় অনেক সংবাদমাধ্যমই সঠিক তথ্য প্রকাশ করে না বা পুরো তথ্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকে বা খণ্ডিত তথ্য প্রকাশ করে। দ্বিতীয়ত, বিপুলসংখ্যক সংবাদমাধ্যম সরকারসমর্থক ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে থাকায় রাজনৈতিক ও গোষ্ঠীগত স্বার্থের বিপক্ষে যায় এমন তথ্য তারা প্রকাশ করে না। উপরন্তু উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংবাদ প্রকাশ করে। তথ্য এবং মতামতের সীমারেখা প্রায়শঃই উপেক্ষিত হয় এবং রাজনৈতিক ভাষ্যকে তথ্য হিসাবে তুলে ধরা হয়।

সংবাদমাধ্যমের সংখ্যাগত আধিক্যের কারণে দ্রুততম সময়ে তথ্য প্রকাশের এক অসুস্থ প্রতিযোগিতাও এখন তীব্র হয়ে উঠেছে যার ফলে তথ্যের যথার্থতা যাচাই ছাড়াই অনেক সময়ে খবর হিসাবে ভুল তথ্য, বিকৃত তথ্য এমনকি গুজবও সংবাদমাধ্যমে প্রচার হওয়ার নজির অহরহই তৈরি হচ্ছে। অবশ্য এ প্রবণতা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম টেলিভিশন ও ডিজিটাল মাধ্যম অনলাইন পোর্টালে সবচেয়ে প্রকট। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক স্বার্থতাড়িত মাধ্যমের স্ফুরণ এবং অসুস্থ প্রতিযোগিতার কারণে কখনো কখনো তথ্যপ্রবাহে নাজুক বিশৃঙ্খলাও দেখা দেয়, যা মানুষের মধ্যে গভীর বিভ্রান্তি এবং সংবাদমাধ্যমের প্রতি গুরুতর আস্থাহীনতা তৈরি করে। দেশের অর্থনৈতিক সংকটের গভীরতার চিত্র তুলে ধরতে ২০২৩ সালের ২৬ মার্চে স্বাধীনতা দিবসের একটি প্রতিবেদনে ছবি ও উদ্ধৃতির ব্যবহারকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিতর্ক এরকম একটি নজির। দেশের শীর্ষস্থানীয় বাংলা দৈনিক প্রথম আলোর বিরুদ্ধে বানোয়াট উদ্ধৃতি ব্যবহারের অভিযোগ তোলা হয় ক্ষমতাসীন সরকারের সমর্থক একাধিক টিভি চ্যানেল ও অনলাইন মিডিয়ায় যা একটি গুরুতর রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দেয় এবং সবার মধ্যে সংশয় তৈরি করে।

সংবাদমাধ্যমে বিশ্বজুড়ে যে বিবর্তন ঘটছে, সেই একই ধারায় বাংলাদেশেও মূলধারা সংবাদমাধ্যম-টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্র, অনলাইন পোর্টাল-সবাই সামাজিক মাধ্যমকে কাজে লাগানোর উদ্যোগ নিয়েছে। ফলে প্রায় প্রতিটি খবর ও নিবন্ধ এখন দ্রুততম সময়ে সংক্ষিপ্তরূপে সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করে পাঠককে মূল প্রকাশনায় আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা নিয়মিত চর্চায় পরিণত হয়েছে। এসব কাজ এখন সব সাংবাদিকেরই পেশাগত দায়িত্বের অংশ হয়ে গেছে। এই কাজটি অধিকাংশক্ষেত্রেই কোনো ধরনের সম্পাদনা প্রক্রিয়ার অর্ন্তভুক্ত নয়। ফলে সামান্য শব্দগত হেরফের ঘটার কারণে বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও ভুল বার্তা প্রকাশের ঝুঁকি তৈরি হয়। সংবাদমাধ্যমগুলো বিজ্ঞাপনী আয় কমে যাওয়ায় বার্তা কক্ষে সীমিত জনসম্পদ নিয়ে প্রকাশনার কাজ করায় এ সম্পাদনাগত দুর্বলতা প্রকট হচ্ছে।

মূলধারার সংবাদমাধ্যমের দুর্বলতার কারণে সৃষ্ট শূন্যতা পূরণে তাই খবরের জন্য উৎসুক মানুষ সামাজিক মাধ্যমের ওপর বেশি করে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়ন সহায়তা সংস্থা ইউএসএআইডি'র সমীক্ষার তথ্য বলছে, বাংলাদেশে প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ সামাজিক মাধ্যমের আধেয়তে (কনটেন্ট) ইতিবাচক আস্থার কথা জানিয়েছেন। সমীক্ষায় ৮০ শতাংশ উত্তরদাতা সামাজিক মাধ্যমে পাওয়া তথ্য শেয়ার করার কথাও জানিয়েছেন। প্রতি তিনজনে একজনের বেশি উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, তারা সামাজিক মাধ্যমে পাওয়া তথ্য যাচাই করার জন্য কোন চেষ্টা করেনি। আবার যারা তথ্য

যাচাইয়ের চেষ্টা করেছে, তাদের প্রতি ১০ জনে চারজন অন্যের 'লাইক' দেখে সেই তথ্যকে সত্য বিবেচনা করেছে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বিটিআরসির তথ্য অনুযায়ী দেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্য ১৬ কোটির বেশি এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১০ কোটির বেশি। অন্যান্য একাধিক জরিপের তথ্য বলছে ৮০ শতাংশ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে থাকে।

নির্ভরযোগ্য হিসাবে যে কটি সংবাদমাধ্যম বা প্রতিষ্ঠান দেশে পরিচিতি পেয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে সংগঠিতভাবে রাজনৈতিক প্রচারও সাম্প্রতিককালে উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। সাংবাদিক ও সুনির্দিষ্ট করে সংবাদমাধ্যমকে 'দেশবিরোধী', 'গণতন্ত্রবিরোধী', 'উন্নয়নবিরোধী' অভিধা ব্যবহার করে তাদের সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়ানো ও সংশয় তৈরির চেষ্টা মাঝেমধ্যেই প্রকট হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশে অপ/ভুয়া তথ্য প্রচারে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকি প্রধানত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করা ও রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে হয়ে থাকে বলে দেখা যায়। এছাড়া ধর্মীয় জঙ্গিবাদের প্রসারের জন্য অনলাইনে এধরনের উদ্দেশ্যমূলক বিভ্রান্তিকর ও ভুল তথ্য প্রচারের নজির রয়েছে। তবে সন্ত্রাসবিরোধী বিভিন্ন প্রতিরোধ ও নিরাপত্তামূলক কার্যক্রমের কারণে তা নিয়ন্ত্রণে অনেকটাই সাফল্য মিলেছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করায় যেসব অপপ্রচার বা ভুয়া তথ্য প্রচারের ঘটনা ঘটেছে, সেগুলোর সুষ্ঠু এবং স্বচ্ছ তদন্ত অনেকক্ষেত্রেই অনিষ্পন্ন অবস্থায় রয়েছে। তবে একাধিক ঘটনায় দেখা গেছে, ভুল তথ্য যা ধর্মীয় অবমাননা হিসাবে গণ্য হয়েছে এমন আধেয় অন্যের পরিচয় ধারণ করা উৎস (ইমপারসোনেটিং) থেকে ছড়ানো হয়েছে। ব্রাক্ষণবাড়িয়ার এক হিন্দু যুবকের ফেসবুক আইডি থেকে ইসলাম ধর্মের অবমাননাকর মন্তব্য করাকে কেন্দ্র করে প্রাণঘাতী সহিংসতা হয়, কিন্তু পরে তদন্তে দেখা যায় অন্য কেউ তার পরিচয় ধারণ করে সেটি করেছিলো। চলতি বছরের মার্চে পঞ্চগড়ে আহমদিয়া বিরোধী সহিংসতার ক্ষেত্রেও ফেসবুকে ছড়ানো ভিত্তিহীন গুজবের ভূমিকা রয়েছে বলে প্রমাণ মিলেছে (ডিসমিস ল্যাব)। স্পষ্টতই এগুলোর পেছনে গোষ্ঠীগত স্বার্থ বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকার অভিযোগ আছে।

সামাজিক মাধ্যমে সম্প্রতি সম্পাদিত ভিডিও, খণ্ডিত তথ্য ব্যবহার করে তৈরি আধেয় প্রকাশের হার লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছে। ফেসবুকের রিল, টিকটক ও ইউটিউবে ছোটো ছোটো সম্পাদিত ক্লিপ ব্যবহার করে বিকৃত ও বিভ্রান্তিকর আধেয় তৈরি করা হচ্ছে। এগুলোর অনেকটিতেই দেখা যায় ঘটনাস্থল, উপলক্ষ্য, অনুষ্ঠান বা আয়োজন, বক্তা বা মূল চরিত্রসমূহ সব যথার্থ বা আসল, কিন্তু বক্তব্য এমনভাবে সম্পাদিত বা খণ্ডিত যে তা মূল অনুষ্ঠানের প্রকৃত বক্তব্য নয়।

প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ও দেশীয় সংবাদমাধ্যমের লোগো ও ছবি ব্যবহার করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়া খবর ছড়ানোর ঘটনা ইতোমধ্যেই উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। গত ১৪ জুন সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তাঁর স্ত্রী জোবাইদা রহমানের গ্রেপ্তার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম আল জাজিরার একটি স্ক্রিনশট ভাইরাল হয়েছে। কিন্তু ডিসমিসল্যাব যাচাই করে দেখেছে, তারেক ও জোবাইদা সম্পর্কিত আল জাজিরার স্ক্রিনশটটি সঠিক নয়। গণমাধ্যমটি এধরনের কোনো খবর প্রকাশ বা প্রচার করেনি। ১৬ জুন এরকম আরেকটি পোস্টে প্রথম আলোর লোগো সম্বলিত একটি খবরের স্ক্রিনশট ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে যাতে দাবি করা হয় যে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) নেতা আন্দালিব রহমান ইউটিউবার হিরো আলমকে গুলশান-বনানীর উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য এক লাখ টাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু হিরো আলমের প্রার্থিতা বাতিল হওয়ায় তিনি সে টাকা ফেরত চেয়েছেন। প্রথম আলো জানায় যে, এ ধরনের কোনো খবর তারা প্রকাশ করেনি এবং স্ক্রিনশটটি বানোয়াট। প্রতিদিনই কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত প্রতিষ্ঠানের স্টাইল ব্যবহার করে এরকম ভুয়া নিউজ কার্ড তৈরি করে বিভ্রান্তিকর বা অপতথ্য ছড়ানো হচ্ছে, যার মাধ্যম প্রধানত সোশ্যাল মিডিয়া।

ভুয়া তথ্যের আরেকটি উৎস হচ্ছে দেশের বাইরে বিভিন্ন গোষ্ঠী। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদেশি রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ভূমিকাও এরকম অপতথ্য বা উদ্দেশ্যমূলকভাবে তথ্যবিভ্রাট ঘটানোর চেষ্টা করে থাকে। সম্প্রতি বাংলাদেশে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনে বাধাসৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিষেধাজ্ঞার নীতি ঘোষিত হওয়ার পর প্রতিবেশি একটি দেশের সংবাদমাধ্যমে প্রথমে আওয়ামী লীগ সরকারের সমর্থনে ওয়াশিংটনে ভূমিকা রাখার জন্য দিল্লির প্রতি আহ্বান জানিয়ে কিছু অভিমত প্রকাশ করা হয়। এরপর প্রধানমন্ত্রী মোদীর ওয়াশিংটন সফরের আগে কোনো সূত্র উল্লেখ না করেই খবর ছাপা হয় যে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সঙ্গে আলোচনায় বাংলাদেশে স্থিতিশীলতা নষ্ট হয় এমন কোনো পদক্ষেপ না নিতে অনুরোধ জানানো হবে। ঐ বৈঠকের আগে বা পরে এরকম কোনো আলোচনার কথা সরকারি কোনো সূত্রই বলেনি। সিলেটের পৌর নির্বাচনের আগে লন্ডন থেকে এক ব্যক্তি ভুঁইফোঁড় সংগঠনের নামে একটি ভুয়া জনমত জরিপ প্রকাশ করে বলা হয়, আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী, যিনি লন্ডনের প্রবাসজীবন থেকে দেশে ফিরেছেন, তিনি বিপুল ভোটে জয়ী হতে যাচ্ছেন। দেশের প্রধান প্রধান

পত্রিকায় ওই জরিপের সত্যাসত্য যাচাই না করেই তা খবর হিসেবে ছাপা হয়, ডিসমিসল্যাব পরে অনুসন্ধান করে দেখায় যে, এটি কোনো পেশাদার প্রতিষ্ঠানের নির্ভরযোগ্য জরিপ ছিল না।

২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নেতিবাচক 'প্রচারণা' মোকাবিলায় 'ভালো কলাম লেখকদের' লেখার আহ্বান জানায়। প্রায় কাছাকাছি সময় থেকেই দেশে এবং বিদেশের বিভিন্ন প্রকাশনায় সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করে বেশ কিছু অপরিচিত কথিত 'স্বাধীন বিশেষজ্ঞের' বিভিন্ন লেখা প্রকাশ হতে দেখা যায়। কিন্তু এসব লেখকদের পরিচয় যাচাই করতে গিয়ে ফরাসী বার্তা সংস্থা এএফপি[৩৮] অন্তত ৬০টি দেশি ও বিদেশি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত ৩৫ জনের নামে ৭০০টির বেশি লেখা বিশ্লেষণ করে। কিন্তু ওই ৩৫ লেখকের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। এসব লেখা ছাড়া তাদের আর কোনো অনলাইন উপস্থিতিও খুঁজে পাওয়া যায়নি, কোনো একাডেমিক জার্নালেও তাদের কোনো গবেষণাপত্র প্রকাশ হয়নি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও তাদের কারো কোনো প্রোফাইল নেই। এঁরা যে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে দাবি করেছিল, সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগাযোগ করে এএফপি নিশ্চিত হয়েছে যে ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁদের কোনো রেকর্ড পাওয়া যায়নি। কিছুদিনের মধ্যেই সরকারের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত একটি টিভি চ্যানেল এবং কয়েকটি গণমাধ্যমে এএফপি সরকারবিরোধী ষড়যন্ত্রে যুক্ত বলে অভিযোগ করে তার বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়। দেশের শীর্ষস্থানীয় পত্রিকাগুলোও ভুয়া বিশেষজ্ঞদের এই ইতিবাচক প্রচারণার ফাঁদে পড়ে। লেখক ও বিশেষজ্ঞদের পরিচয় নিশ্চিত করা তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

নির্বাচনের সময়ে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাত্রা যে তীব্রতর হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ফলে নির্বাচনকেন্দ্রিক নানা ধরনের তথ্য ও ঘটনার বিষয়ে সত্য আড়াল করা, ধূম্রজাল সৃষ্টি এবং অপতথ্য প্রচারের আশঙ্কা অনেক বেশি। এমনকি বিতর্কিত ঘটনার মূল চরিত্র যিনি বা যাঁরা, তাঁর বা তাঁদের জবানি ও সাক্ষ্য সত্ত্বেও প্রকৃত তথ্য প্রকাশে প্রাতিষ্ঠানিক বাধা আসতে পারে। এখানে সাম্প্রতিক একটি নজির উল্লেখ করা যায়। চলতি বছরের ৩০ ও ৩১ জানুয়ারি জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর বিতর্কে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের এমপি মোতাহার হোসেন সংসদের বিরোধীদল জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে নির্বাচনে পরাজিত করেছিলেন বলে বক্তব্য দেন। এর প্রতিবাদে জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু বলেন, '২০১৪ সালের নির্বাচন জাতীয় পার্টি বর্জন করেছিল।' তিনি বলেন, 'এরশাদ সাহেব নির্বাচন করেন নাই। লালমনিরহাটে তিনি প্রত্যাহার করেছিলেন।' মুজিবুল হক বিএনপির নির্বাচন বর্জন, ভারতের তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিংয়ের হস্তক্ষেপের প্রসঙ্গ তুলে এমন অনেক তথ্য প্রকাশ করেন যেসব তথ্য স্পীকার পরে সংসদীয় কার্যবিবরণী থেকে এক্সপাঞ্জ করার রুলিং দেন। ২০১৪ সালের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিতর্কিত নির্বাচনের প্রসঙ্গ তাই ভবিষ্যতেও একটি রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর বিষয় হয়ে থাকবে। এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য যাচাইয়ের সুযোগ জাতীয় সংসদে স্পীকারের রুলিং অনেকটাই সীমিত করে দিয়েছে। সংবাদমাধ্যম কি তাহলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যতাড়িত বিভ্রান্তিকর তথ্য বা বিকৃত তথ্য প্রকাশ করবে? বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার নীতি দাবী করে একপক্ষীয় ব্যাখ্যা প্রচার যেমন ভুল, ঠিক তেমনি বিতর্ক এড়িয়ে যাওয়াও দায়িত্বহীনতা। এরকম ক্ষেত্রে তথ্যটি যে বিতর্কিত এবং বিতর্কের উভয় দিক তুলে ধরার সততা ও সাহস আবশ্যক।

নির্বাচনমুখী রাজনীতিতে রাজনীতিকদের ভাবমূর্তি সমৃদ্ধ করার চেষ্টায় বিভ্রান্তিকর প্রচারও বড় ধরনের সমস্যা তৈরি করতে পারে। সম্প্রতি বেশ কিছু সংবাদমাধ্যমে, "বিমানের জেনেভা ফ্লাইট: আকাশপথেও মমতা ছড়ালেন প্রধানমন্ত্রী" শিরোনামে একটি খবর প্রকাশ করা হয়। খবরের সূত্র প্রধানমন্ত্রীর স্পিচ রাইটারের বক্তব্য এবং তা দুটি সংবাদ সংস্থা বাসস ও ইউএনবির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। খবরটিতে বলা হয় “জেনেভা থেকে বিমান বাংলাদেশের নিয়মিত বাণিজ্যিক ফ্লাইটে দেশে ফেরেন প্রধানমন্ত্রী”। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। বিমানের ঢাকা-জেনেভা রুটে কোন ফ্লাইট নেই এবং ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারের একটি ফ্লাইটকে বিশেষ ব্যবস্থায় জেনেভা হয়ে ঢাকার রুটে পরিচালনা করা হয়। খবরে এই তথ্যটি না থাকার প্রথম সমস্যা হচ্ছে, সাধারণ মানুষদের অনেকে যেহেতু বিদেশ যাতায়াত করেন এবং জানেন যে, জেনেভায় বাংলাদেশ বিমানের কোন ফ্লাইট যাওয়া আসা করে না, তারা বিভ্রান্ত হয়েছেন। সংবাদমাধ্যমগুলো একটি ঘটনার পূর্ণাঙ্গ চিত্র দিতে ব্যর্থ হওয়ায় মানুষ অর্ধেক সত্য জেনেছেন। অন্য যাত্রীদের বাড়তি সময় ও সফর পরিকল্পনায় বিঘ্ন ঘটার পরও প্রধানমন্ত্রীর কথিত মহানুভবতা তুলে ধরা হয়েছে। নির্বাচনমুখী রাজনীতিতে এধরনের খবর বিকৃতির প্রভাব নাকচ করা যায় না।

গত মে মাসের শেষ দিকে বাংলাদেশের নির্বাচন ও মানবাধিকার প্রশ্নে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের উদ্দেশ্যে ছয়জন কংগ্রেসম্যান একটি চিঠি লেখেন। ওই চিঠি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ পেলেও বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম চারদিন তা প্রকাশ করেনি। চিঠিটি অনলাইনে প্রকাশ পায় শুক্রবার বিকেলে এবং তারপর দুদিনের সাপ্তাহিক ছুটি ও লেবার ডের ছুটি মিলিয়ে তিনদিন যুক্তরাষ্ট্রে

সরকারি ছুটির কারণে ওইসব কংগ্রেসম্যানের দপ্তরে বিবৃতির সত্যতা যাচাইয়ের জন্য বাংলাদেশের সাংবাদিকদের তিনদিন অপেক্ষায় থাকতে হয়। সময়ের ব্যবধানের কারণে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে তা প্রকাশ পায় চারদিন পর। স্মরণ করা দরকার একইধরনের এক বিবৃতি ২০১৪ সালে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার পেয়েছিল, যার সূত্র ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের তৎকালীন বিদেশবিষয়ক উপদেষ্টা এফ আর সাদী, যিনি জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে বানোয়াট বিবৃতিটি প্রকাশ করেছিলেন। এবারে সম্ভবত অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে বার্তাকক্ষগুলো বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করেছে।

এমআরডিআই-এর ২০২০ সালের জাতীয় জরিপে দেখা গেছে, দেশের ৬৪ শতাংশ মানুষ একবার না একবার ভুয়া খবরের অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। এই অভিজ্ঞতা পুরুষদের ৭৬ শতাংশ এবং নারীদের ৫১ শতাংশ। খবরের প্রতি পুরুষদের আগ্রহ বেশি থাকার কারণে এমনটি হয়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করা যায়। ওই জরিপেই দেখা গেছে, গ্রামাঞ্চলে ভুয়া খবর পৌঁছানোর হার শহরাঞ্চলের চেয়ে কিছুটা বেশি। এমআরডিআইআর ২০২২ সালের আরেকটি গবেষণা 'ট্রাস্ট বাট ভেরিফাই' তে অবশ্য আশাব্যঞ্জক হিসাবে যে তথ্য উঠে এসেছে, তা হলো বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে তথ্য যাচাই করার প্রবণতা বেড়েছে। একাধিক সংবাদমাধ্যমে তথ্য যাচাইয়ের এ প্রবণতা টেলিভিশন, সংবাদপত্র এবং অনলাইন মিডিয়ার ক্ষেত্রে যেমন দেখা যাচ্ছে, তেমনি সোশ্যাল মিডিয়ার তথ্য মূলধারার মাধ্যমে যাচাই করার প্রবণতাও লক্ষ্যণীয়।

অপ/ভুয়া তথ্য মোকাবিলায় করণীয়

ভুয়া/ অপ তথ্য মোকাবিলায় প্রাথমিক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে দিকটি তা হচ্ছে সাংবাদিকতার মৌলিক নীতি অনুসরণ। প্রতিটি তথ্য যাচাইয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন ও গুরুত্ব আরোপ।

অনলাইনে প্রাপ্ত তথ্যের সমর্থনে স্বাক্ষ্য-প্রমাণ খোঁজা, তথ্যের উৎস কী, তার উদ্দেশ্য এবং যৌক্তিকতা সম্পর্কে সম্ভাব্য সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা।

তথ্য ও তথ্যের উৎসের বিশ্বাসযোগ্যতা ও যথার্থতা নিশ্চিত হওয়া। তথ্যটি বিভ্রান্তিকর, অস্বাভাবিক বা অসঙ্গতিপূর্ণ কিনা সেই প্রশ্নের জবাব নিশ্চিত করতে হবে। কোনো গবেষণাপ্রসূত তথ্য হলে সেই গবেষণা কতটা নির্ভরযোগ্য, কারা সেই গবেষণা করেছে, তাদের পেশাদারিত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। অসম্পূর্ণ ও দ্ব্যর্থবোধক তথ্য, অন্তর্নিহিত বৈপরীত্য বা বিপরীতধর্মী উপাদানের উপস্থিতি সন্দেহজনক হিসাবে দেখা।

ছবি ও ভিডিও'র ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সতর্কতা ক্রমশই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ব্যবহার করে তৈরি ছবি ও ডিপফেক ভিডিও'র আর্বিভাব এই চ্যালেঞ্জকে আরও কঠিন করে তুলেছে। ছবির যথার্থতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সহায়তা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

ষড়যন্ত্র তত্ত্ব ও গুজব চিহ্নিত করার কৌশল অনুসরণের এক্ষেত্রে কার্যকর ফল দিতে পারে।

বিভিন্ন মাধ্যমের বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন গণমাধ্যমের গ্রাহক বা অনুসারীদের রাজনৈতিক, সামাজিক বা অন্যান্য মনোভঙ্গির আলোকে তথ্যের যথার্থতা বাছাই কিংবা পক্ষপাত ও উদ্দেশ্য চিহ্নিত করার সক্ষমতা অর্জন বার্তাকর্মীদের জন্য জরুরি। উদাহরণ হিসাবে সোশ্যাল মিডিয়ার বৈশিষ্ট্যের কথা বলা যায়। আবার মূলধারার গণমাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের ফক্স টেলিভিশন কিংবা বৃটেনের ডেইলি মেইল-এর দৃষ্টান্ত টানা যায়, যাদের ভোক্তা মূলত ডানপন্থী রাজনীতিবিদ ও সামাজিক মূল্যবোধের অনুসারী এবং অধিকাংশ সময়েই তাদের তথ্যে পক্ষপাত বা রাজনৈতিক- সামাজিক মতবাদের প্রতিফলন ঘটে থাকে।

ডিজিটাল মাধ্যমে বহুল প্রচার পাওয়ার অর্থই যে তথ্যটি যথাযথ, এই বিভ্রান্তি সম্পর্কে সচেতনতা অত্যন্ত জরুরি। ডিজিটাল মাধ্যমে অ্যালগরিদমে পরিবর্তন ঘটিয়েও অনেকসময়ে অনেক আধেয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে তুলে ধরা হয়। ফলে, তা দ্রুত জনপ্রিয়তা পেতে পারে। ডিজিটাল মাধ্যমের এই সূক্ষ্ম ফাঁদ চিহ্নিত করতে পারা এবং তার মধ্য থেকে সঠিত তথ্য বেছে নেওয়ার সক্ষমতা অর্জন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

বিদ্যাবৃত্তিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল সাধারণ পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে কীভাবে প্রভাব ফেলে তা বোঝা ও ব্যাখ্যা করার সক্ষমতা অর্জন।

গণমাধ্যমের অর্থনীতির সঙ্গে সমাজের ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিবর্তনের যোগসূত্র সম্পর্কে সচেতনতা সম্ভাব্য স্বার্থতাড়িত বা

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার তা তথ্য বিকৃতি চিহ্নিত করতে সহায়ক হতে পারে। কর্পোরেট হাউজের মালিকানাধীন গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে এরকম বিকৃতির নজির অনেক রয়েছে। ছবি ও ভিডিওর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সতর্কতা ক্রমশই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ব্যবহার করে তৈরি ছবি ও ডিপফেক ভিডিও'র আর্বিভাব এই চ্যালেঞ্জকে আরো কঠিন করে তুলেছে।

প্রাতিষ্ঠানিক ও যৌথ উদ্যোগ

প্রতিটি বার্তা কক্ষে অপ/ভুয়া তথ্য যাচাইয়ের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা/পদ্ধতি প্রবর্তন করা প্রয়োজন। দায়িত্বপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষিত সাংবাদিকরাই এ কাজটি করতে পারেন। তবে, সেক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সহায়তার ব্যবস্থাও থাকা দরকার। সংবাদমাধ্যমের আর্থিক সংকটের কারণে সত্যতা যাচাইয়ের কার্যক্রমে পর্যাপ্ত বিনিয়োগের সংকট মোকাবিলায় সংবাদশিল্পে বৃহত্তর ও সম্মিলিত উদ্যোগের ব্যবস্থা করার কথাও ভাবা যেতে পারে। সম্পাদক পরিষদ, প্রেস ক্লাব বা আলাদা করে ইচ্ছুক প্রতিষ্ঠানগুলো যৌথভাবে এরকম উদ্যোগ নিতে পারে। অবশ্যই এই উদ্যোক্তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

বৃহৎ প্রযুক্তিনির্ভর কোম্পানিগুলো, যেমন গুগল, ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, টিকটকের মত প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ, সমন্বয় ও দ্রুত সাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া। ফলে ওইসব প্ল্যাটফর্মে অপ/ভুয়াতথ্য চিহ্নিত হওয়ামাত্র তাদেরকে সজাগ করা এবং তথ্য যাচাই ও অনুসন্ধানে সহায়তা দিয়ে দ্রুত সেগুলো অপসারণ ও প্রচারিত কুতথ্য/অপতথ্য/গুজব, বিভ্রান্তি নিরসন সম্ভব হবে।

ফ্যাক্ট চেকিংয়ের জন্য কিছু প্রতিষ্ঠান ও নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে, তাদের সহায়তা নেওয়া ও তাদের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া যায়। তবে সম্প্রতি রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় কিছু ফ্যাক্ট চেকিং প্রতিষ্ঠান বা উদ্যোগ সক্রিয় হয়েছে, যাদের সম্পর্কে সাবধানতা প্রয়োজন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়া তথ্য প্রচারের জন্য নিষিদ্ধ ব্যক্তিও বাংলাদেশে ফ্যাক্ট চেকিংয়ে নিয়োজিত হওয়ার নজির রয়েছে। এ কারণে ফ্যাক্টচেকিংয়ের ক্ষেত্রে সততা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা জরুরি।

ভুয়া তথ্য প্রতিরোধে সতর্কতা ও প্রাথমিক জ্ঞাতব্য

নিশ্চিতকরণের পক্ষপাতিত্ব (Confirmation bias): আমাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য অনুসন্ধান, নিজের আদর্শের আলোকে তা ব্যাখ্যা ও তথ্য প্রক্রিয়া করার প্রবণতা থাকে। মানুষের সিদ্ধান্ত নেওয়ার এই পক্ষপাতিত্ব মূলত অনিচ্ছাকৃত। কিন্তু এ বৈশিষ্ট্যের কারণে তথ্যের অসঙ্গতি থাকলেও মানুষ তা উপেক্ষা করে এবং বিশ্বাস করে। বিদ্যমান বিশ্বাস বা বায়াসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে আমাদের প্রত্যাশা, অথবা ফলাফল সম্পর্কে নিজের অবচেতন মনের ভবিষ্যদ্বাণী। সবার মধ্যেই নিজস্ব বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য অতিমাত্রায় প্রাধান্য দেয়ার সম্ভাবনা থাকে-বিশেষ করে বিষয়বস্তু যখন সামাজিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়।

কনফার্মেশন বায়াস এড়াতে

- সংবাদ সতেজ থাকাকালীন একটি অতীত-পর্যালোচনা (Retrospective thinking) করুন। অর্থাৎ, ভবিষ্যতে এই সংবাদের দিকে পিছনে ফিরে তাকালে সেই সময়ে কী অনুমান করা হয়েছিল এবং কেন করা হয়েছিল তার ভিত্তিতে নিশ্চিতকরণের পক্ষপাতিত্ব কমিয়ে আনা সম্ভব হতে পারে।
- প্রসঙ্গ উল্লেখ করুন এবং সংবাদের পরিবেশনের সময় অস্পষ্টতার মোকাবিলা করুন। সর্বক্ষেত্রে স্পষ্ট সত্য তথ্য প্রদান করুন।
- তথ্যের উৎস বিবেচনা করুন; এতে পক্ষপাতিত্ব এড়িয়ে চলা সহজ হয়।
- জনগণকে সর্বশেষ খবর জানতে সাহায্য করুন এবং আপনার বিষয়বস্তু আপডেট রাখুন।

পাঠকদের জন্য পরিবেশিত সংবাদের বিষয়বস্তু খুঁজে পাওয়া সহজ করুন।

প্রণোদনা যুক্তি (Motivated reasoning): মানুষ নিজেকে সুবিবেচক ও নিরপেক্ষ ভাবতে পছন্দ করে। কিন্তু আমাদের সবার মধ্যেই কিছু না কিছু পক্ষপাত বা বায়াস কাজ করে। আমরা যখন সিদ্ধান্ত নিই, তখন আমরা ভাবতে পছন্দ করি যে আমরা একজন বিচারকের মতো যিনি সাবধানতার সাথে সমস্ত তথ্য মূল্যায়ন করে একটি যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে পৌঁছান। আসলে আমাদের

ভূমিকা বেশির ভাগ সময়ে একজন আইনজীবীর মত - যিনি একটি বিশেষ পক্ষের ওকালতি করে থাকেন। যুক্তি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে মানুষের স্বভাবজাত ঝোঁক সত্য উদঘাটন নয় বরং ইতিমধ্যে নিজের যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে শুধু সেই যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে প্রমাণ করা। প্রণোদনা যুক্তি ব্যক্তির এমন অচেতন মনোভাব যা তথ্য প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে নিজের মতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সহায়ক হয়।

যৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হলে

- ঘটনা আংশিক না বলে বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করুন।
- কেবল একটি গোষ্ঠি, পক্ষ বা দলের উপর নিবদ্ধ হবেন না। বরং সংবাদের বিষয় ও ব্যক্তির উপর জোর দিন।
- আপনি যা জানেন সে সম্পর্কে পাঠক ও দর্শকদের অবহিত করুন, একই সাথে কী জানেন না তা সনাক্ত করুন এবং স্বীকার করে নিন।

আবিষ্করণ সহজলভ্যতা বা হিউরিস্টিক[১]: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের মনোবিজ্ঞানের অভিধান অনুযায়ী আবিষ্করণ সহজলভ্যতা বলতে কোন ঘটনার সম্ভাব্যতা (probability) বিচার করা হয় যার উদাহরণ সহজেই মনে করা যায় তার ভিত্তিতে। আবিষ্করণ সহজলভ্যতার কারণে মানুষ সহজে স্মরণীয় অথচ ভুল তথ্য সত্য মনে করে নিতে পারে। মনে রাখতে হবে, কোন তথ্য শতভাগ নির্ভুল হওয়া সত্ত্বেও তা গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশদ বর্ণনা বিবর্জিত হতে পারে। ভুল বিশ্বাসকে সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণ না করে তা সামাজিক ও সংবাদ মাধ্যমে প্রচার করার মাধ্যমে সাংবাদিকতা মিথ্যা প্রচারে সহায়ক শক্তি হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সুতরাং, নিম্নে উল্লেখিত বিষয়ে সতর্ক থাকুন:

- ভালোভাবে খোঁজ না নিয়ে জনশ্রুতির পুনরাবৃত্তি করবেন না। ভুয়া তথ্য একাধিক বার শেয়ার করার মাধ্যমে তথ্যটি শক্তি অর্জন করে এবং সত্যের বিভ্রম তৈরি করে।
- শুধুমাত্র রাজনীতির অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিদের নয়, প্রান্তিক জনগোষ্ঠি ও সম্প্রদায়ের মতামত জানার চেষ্টা করুন।
- খারাপ কর্মকদের (actor) মনোযোগ দেওয়া এড়িয়ে চলুন। বিশৃঙ্খল কিন্তু প্রভাবশালী সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারী, যারা বিভ্রান্তি ছড়ায়।
- আপনি কী নিয়ে প্রতিবেদন করবেন এবং কী করবেন না, কীভাবে এবং কেন তা ব্যাখ্যা করুন।
- জনসাধারণকে জিজ্ঞাসা করুন তাদের কী তথ্য প্রয়োজন এবং সে ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানান।
- বিশেষ করে নির্বাচনের সময় আপনার স্থানীয় নির্বাচনী কর্মকর্তা এবং ভোট কর্মীদের সাথে পরিচিত হোন।

সামাজিক মাধ্যমে ভুল তথ্য

ডিজিটাল বিশ্বে অসৎ ব্যক্তিদের জন্যে বিশ্বাসযোগ্য কিন্তু উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ভুয়া বিষয়বস্তু ছড়িয়ে দেয়া বেশ সহজ। অপরদিকে ভুয়া খবর সনাক্ত করা কঠিন। এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যেখানে পেশাদার সাংবাদিক এবং সংবাদমাধ্যম ভুয়া উৎসের কাছ থেকে প্রাপ্ত বিভ্রান্তিকর তথ্য, ছবি বা ভিডিও তথ্য পুনঃপ্রকাশ করে তাদের সুনাম নষ্ট করেছে। কখনও কখনও সংবাদ মাধ্যম ব্যঙ্গাত্মক বিষয়বস্তুকে ভুলক্রমে সত্য মনে করে প্রকাশ করেছে।

- সামাজিক মাধ্যমে মিডিয়ায় শেয়ার করা বিষয়বস্তুতে ব্যবহারকারীরা যে শিরোনাম, ছবি বা প্রাথমিক দৃশ্য (প্রিভিউ টেক্সট) দেখেন তা অনেককে অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য ছড়িয়ে দিতে উৎসাহিত করতে পারে। এতে সংখ্যালঘু, নারী এবং অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠী ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভবনা থাকে।
- সংবাদ শিরোনাম এবং সামাজিক মাধ্যমে পোস্টের শিরোনাম এমনভাবে লিখুন যেন এটিই একমাত্র অংশ যা সবাই পড়বে। সে সমস্ত শিরোনাম অপ তথ্য অথচ চাঞ্চল্যকর বলে দাবি করা হয়, তা সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ভুয়া খবর দ্রুত ছড়িতে পড়তে পারে।

- ছবি বাছাই করার সময় নিশ্চিত করুন যে তা পেশাদার দেখাচ্ছে এবং ছবিটি জাতি, লিঙ্গ বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যাপারে কোনও নেতিবাচক ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রচার করা হচ্ছে না।
- যদি আপনাকে বিভ্রান্তিকর তথ্যের উপর সংবাদ করতেই হয়, তাহলে শিরোনাম এবং সামাজিক মাধ্যমের প্রাকদর্শনে (প্রিভিউ) স্পষ্ট করে উল্লেখ করুন যে তথ্যটি ভুয়া।

সামাজিক মাধ্যমে বিষয়বস্তুর জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ

- সাধারণ ব্যবহারকারীর তৈরি বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে সাংবাদিকতায় তথ্য ব্যবহারের নৈতিক নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আসল উৎসগুলো সনাক্ত করুন এবং উৎসের যথার্থ কৃতিত্ব প্রদান করুন।
- ভুয়া অ্যাকাউন্ট বা ইন্টারনেট বট সনাক্ত করুন এবং এড়িয়ে চলুন।
- ছবির ক্ষেত্রে নিশ্চিত করুন যে সঠিকভাবে মূল উৎসকে উল্লেখ করা হচ্ছে।
- পূর্বে রেকর্ডিংকৃত বিষয়বস্তু ইন্টারনেটে আপলোড-এর সময় যাচাই করুন।

সামাজিক মিডিয়া বিষয়বস্তু যাচাই করার সময়

- মনে সংশয় নিয়ে সম্পাদনা ও বিবেচনা করুন। কিছুই অনুমান করে নেবেন না - সত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বিভ্রান্ত হবেন না।
- নির্ভুলতা যাচাইয়ের জন্যে একটি চেকলিস্ট রাখুন।
- বেনামী উৎস থেকে সবসময় সতর্ক থাকুন।

সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল অপ তথ্য এড়াতে করণীয়

- জাতি, লিঙ্গ, শারীরিক সক্ষমতা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে পূর্বের অধ্যায়ে আলোচিত যে পক্ষপাতিত্ব বা বায়াস কাজ করতে পারে তা বিবেচনা করুন। ভাষার যে সকল প্রয়োগ পক্ষপাতকে বলিষ্ঠ করে সেগুলোকে বোঝার চেষ্টা করুন এবং যুক্তি খণ্ডন করুন।
- অপ ও কুতথ্য সংবাদ মাধ্যমে খণ্ডন করার পরিবর্তে পুনরায় সংবাদ হিসেবে পরিবেশন করলে সেটি অপ তথ্য ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করতে পারে। যদি ভুয়া তথ্যের বিষয়বস্তু নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে রিপোর্ট করতেই হয় তাহলে সংবাদের শিরোনামে এটিকে ভিত্তিহীন, ষড়যন্ত্র তত্ত্ব, বিভ্রান্তিকর, সন্দেহজনক, মিথ্যা, ইত্যাদি হিসাবে চিহ্নিত করে দিন।
- ভুয়া তথ্যের উৎসের ওয়েব ঠিকানা (URL) শেয়ার করবেন না। কারণ, তাতে সে উৎসে আরও মানুষ উৎসাহী হয়ে এর জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে দিতে পারে। উৎসের ওয়েব ঠিকানার বদলে স্ক্রিনশট শেয়ার করা শ্রেয়।
- ফেসবুক বা টুইটারে 'ট্রেন্ডিং' বা ভাইরাল বিষয়ে রিপোর্ট করা এড়িয়ে চলুন। মনে রাখতে হবে যে ভাইরাল হওয়া ঐ বিষয়বস্তু জনসমর্থনের বা সত্যতার প্রতিফলন নয়। এর অর্থ এই নয় যে, বিপুলসংখ্যক ব্যবহারকারী সেই কথোপকথনে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন কিংবা তা বিশ্বাস করেছেন।
- ফেসবুক বা টুইটারে চলমান (trending) তথ্যকে সামাজিক মাধ্যমের প্রতিফলন হিসাবে উল্লেখ করা এড়িয়ে চলুন। অল্পসংখ্যক নাগরিক ফেসবুক বা টুইটারে রয়েছেন বা সরাসরি এতে অংশগ্রহণ করছেন।
- অনলাইনে আন্দোলন বা 'ভাইরাল' বিষয়বস্তু সম্পর্কে পত্রিকায় লিখবেন না; কারণ সেগুলো শুধুমাত্র ফেসবুক বা টুইটার -এ কিছু ব্যবহারকারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে।
- বিদেশী কর্মকদের (actors) ভূমিকার উপর অত্যধিক জোর প্রদান করা এড়িয়ে চলুন। এতে বাস্তব সংবাদ দুর্বল হয়ে যেতে পারে এবং দেশীয় কর্মক দ্বারা বিভ্রান্তি ছড়ানোর সম্ভবনা প্রবল হয়।
- ইন্টারনেট বটের ভূমিকাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া পরিহার করুন। এক্ষেত্রে 'বট' নিয়ে পরের অধ্যায়ের আলোচনা কাজে আসতে পারে।

- অসৎ উদ্দেশ্যপূর্ণ ব্যক্তিরা অফলাইনে বিরোধী মতাবলম্বীদের খুঁজে বের করে তাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে। তাই কারো ব্যক্তিগত তথ্য সংবাদে কখনও প্রকাশ করবেন না যাতে অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ব্যক্তিরা তাদের সনাক্ত করতে পারে।
- এই ম্যানুয়ালে বর্ণিত টুলস ব্যবহার করে ছবি বা ভিডিও ম্যানিপুলেট করার লক্ষণগুলির প্রতি চোখ খোলা রাখুন। যেমন: ছবি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করা, অন্য কারো ছবি বা ভিডিও বলে চালিয়ে দেয়া ইত্যাদি।

সামাজিক মাধ্যমের সাক্ষরতা বৃদ্ধি

সামাজিক মাধ্যমে প্রচারিত ভুল তথ্য সনাক্ত করার জন্য বিষয়বস্তু সমালোচনামূলকভাবে মূল্যায়ন করার প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা এবং অভ্যাস অপরিহার্য। ডিজিটাল মাধ্যমে সাক্ষরতা বৃদ্ধির মূল পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- তথ্যের উৎসের বিষয়ে খোঁজ নেয়া এবং তা দুই-তিনবার পরীক্ষা করা
- তথ্যের মূল লেখককে চিহ্নিত করা
- ওয়েব সাইটের এড্রেস (URL) ভুয়া কি না তা যাচাই করা
- তথ্যের বানান এবং বিরামচিহ্ন পরীক্ষা করা। বিরাম চিহ্নের ব্যবহার দেখে একটি উৎসের নির্ভরযোগ্যতার নিশ্চয়তা পাওয়া যেতে পারে। সর্বোপরি, ভিন্নমত সম্পর্কে জানা এবং ইন্টারনেটে শেয়ার করার আগে ভাবা।

সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা (Critical Thinking)

কোন বিষয়বস্তুকে সমালোচনামূলকভাবে মুল্যায়ন করার দক্ষতা ভুয়া তথ্য প্রতিহত করতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। সমালোচনামূলক চিন্তার অর্থ হল কার্যকরভাবে তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রদত্ত তথ্যের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারার সক্ষমতা। সামাজিক মাধ্যমের সাক্ষরতা বৃদ্ধির জন্য সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার কোন বিকল্প নেই। কোন তথ্যের উপর গভীরভাবে চিন্তা করে সমালোচনামূলকভাবে পরিবেশিত যুক্তি পর্যালোচনার মাধ্যমে অসঙ্গতিগুলি খুঁজে বের করা জরুরি। সমালোচনামূলকভাবে চিন্তা করার আগে তথ্যের বিশ্লেষণের সময় আপনাকে অবশ্যই নিজের পক্ষপাত এবং অনুমান সম্পর্কে সচেতন হতে হবে, যা পূর্বের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। তথ্যের উৎস মূল্যায়ন করার সময় সামঞ্জস্যপূর্ণ মান (consistent standards) প্রয়োগ করতে হবে।

- কোন বিষয়কে কীভাবে সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা (critical thinking) প্রয়োগ করে বিবেচনা করতে হয় সে ব্যাপারে অবগত থাকা। যুক্তির মাধ্যমে অনুসন্ধানের প্রক্রিয়াতে আস্থা এবং যুক্তির ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ব্যাপারে নিজের সক্ষমতার প্রতি আত্মবিশ্বাস।
- বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির (worldviews) ব্যাপারে মুক্ত মনমানসিকতা, এবং বিকল্প মতামত বিবেচনায় নমনীয়তা।
- অন্যান্য মানুষের মতামত বোঝা এবং যুক্তির মূল্যায়নে ন্যায়পরায়ণতা।
- নিজের পক্ষপাত, কুসংস্কার ইত্যাদি প্রবণতার উপস্থিতি সম্পর্কে জানা এবং সততার সাথে এগুলোর মোকাবিলা করা। নিজের দৃষ্টিভঙ্গি পুনর্বিবেচনা এবং সংশোধন করার ইচ্ছা।

সামাজিক মাধ্যমে ছবি ও ভিডিও

যদি ভিজ্যুয়াল (ছবি বা ভিডিও) বিষয়বস্তুর উৎপত্তি সম্পূর্ণ নিশ্চিত করা সম্ভব না হয়, তবে সেখানে অনেকগুলো বিপদের সংকেত (রেড ফ্ল্যাগ) রয়েছে যা একটি সহজ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উন্মোচিত করা যেতে পারে:

- কেউ কি আপনাকে এমন কোন তথ্য দেয়ার চেষ্টা করেছেন যাতে আপনার একটি মানসিক প্রতিক্রিয়া (যেমন, ক্রোধ বা হতাশা) তৈরি হয়, নাকি তাদের উদ্দেশ্য সঠিক তথ্য প্রদান করা?
- বিষয়বস্তু কি আসল, নাকি আগের কোন সংবাদ থেকে বিভ্রান্তিকরভাবে ছাটাই-বাছাই বা পুনঃপ্রকাশ করা হয়েছে?
- বিষয়বস্তু কি ডিজিটালভাবে বা অন্য কোন উপায়ে পরিবর্তিত করা হয়েছে?

- আমরা কি ছবি বা ভিডিওর আনুষঙ্গিক তথ্য (মেটাডেটা) ব্যবহার করে ফটো/ভিডিও ধারণের সময় এবং স্থান নিশ্চিত করতে পারি? (এ ব্যাপারে এই ম্যানুয়ালে বিস্তারিত আলোচনা করা আছে।)
- আমরা কি বিষয়বস্তুর দৃশ্যমান সূত্র (ভিজ্যুয়াল ক্লু) ব্যবহার করে ছবি/ভিডিও ক্যাপচারের সময় ও স্থান নিশ্চিত করতে পারি?

বিপদের সংকেত (রেড ফ্ল্যাগ) দক্ষতার সাথে খুঁজে পেতে আমাদের বিভিন্ন ধরণের মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর ছবি ও ভিডিও বুঝতে হবে:

- **ভুল সময় বা ভুল স্থান:** কোন কোন বিভ্রান্তিকর ছবি ও ভিডিও অহরহ সামাজিক মাধ্যমে ঘুরে বেড়ায় এবং প্রতিবার সে ছবির ভিত্তিতে নতুন ভুয়া তথ্য দাবি করতে দেখা যায়। প্রায়শই, দুর্ঘটনাবশত অপ তথ্য শেয়ার করার কারণে এমনটি ঘটে। এমন বিষয়বস্তুর স্বরূপ ফ্যাক্ট চেকের মাধ্যমে উদঘাটিত করা সম্ভব হলেও সামাজিক মাধ্যম থেকে তা পুরোপুরি উঠিয়ে নেয়া সহজ নয়। তাই শেয়ার করার আগেই সতর্কতা অবলম্বন করা শ্রেয়।
- **পরিবর্তিত বিষয়বস্তু:** ফটো বা ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যার ব্যবহার করে ডিজিটালি ম্যানিপুলেট (পরিবর্তন) করা হয়েছে এমন বিষয়বস্তু। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) জনপ্রিয়তার কল্যাণে 'ডিপ ফেক' ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এবং এই প্রযুক্তির ভিত্তিতে কুতথ্যের প্রসার বাড়ছে।
- **মঞ্চস্থ বিষয়বস্তু:** সম্পূর্ণ বানোয়াট বিষয়বস্তু যা বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তৈরি বা শেয়ার করা হয়েছে।

ভুয়া ছবি ও ভিডিও সনাক্ত করার টুল

ভুল তথ্য প্রতিহত করার জন্য একটি বহুমুখী পদ্ধতির প্রয়োজন, যেখানে সরকার, সাংবাদিক, ফ্যাক্ট চেকার, শিক্ষাবিদ এবং অন্যান্যদের অংশীদ্বারিত্ব থাকতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে: ফ্যাক্ট চেকিং বা সত্যতা যাচাই, মিডিয়া বা সংবাদ সাক্ষরতা বৃদ্ধি, সরকার কর্তৃক নীতি এবং প্রবিধান প্রণয়ন, ভুল তথ্য সনাক্ত এবং মোকাবিলা করার জন্য কম্পিউটার অ্যালগরিদম ব্যবহার, সাংবাদিকতার মূল্যবোধ এবং সত্যতা-যাচাই যেমন: বস্তুনিষ্ঠতা, ন্যায্যতা, ভারসাম্য, স্বাধীনতা, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, সততা, মানসম্মত লেখা এবং পেশাদারিত্বের মানসিকতা।

ভূ-অবস্থান (Geolocation): ভূ-অবস্থান হচ্ছে একটি ভিডিও বা ছবি কোথায় ধারণ করা হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্য। পর্যাপ্ত মেটাডাটা[২] থাকলে এটি সহজেই বের করা যেতে পারে। মোবাইল ফোনে চিত্রধারণকালে এক্সিফ[৩] তথ্যের মাধ্যমে স্থান জিওট্যাগ করা হয়। তবে এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এই জাতীয় মেটাডাটা পরিবর্তনযোগ্য এবং তা বিভ্রান্তির কারণ হতে পারে। ভু-অবস্থান নিশ্চিত করতে ক্রস-রেফারেন্সিং এর মাধ্যমে অন্যান্য উৎসের সাথে মিলিয়ে (যেমন: বড় দালান, গুগল থেকে পাওয়া রাস্তার চিত্র, স্যাটেলাইট চিত্র ইত্যাদি) নেয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

আবহাওয়ার সাথে সামঞ্জস্যতা নিরুপণ করা: উলফ্রাম-আলফা (WolframAlpha)-এর মতো সরঞ্জাম ঐতিহাসিক আবহাওয়া পরিস্থিতির তথ্য প্রকাশ করতে পারে। এর মাধ্যমে ছবি বা ভিডিওতে দৃশ্যমান বিষয়বস্তুতে আবহাওয়ার ঐতিহাসিক রেকর্ড-এর সাথে মিলিয়ে চিত্রের সত্যতা নিশ্চিত করা যায়। অর্থাৎ, ভিডিওতে কি বৃষ্টি দেখানো হচ্ছে অথচ আবহাওয়ার রেকর্ডে দেখা যাচ্ছে ঐ সময়ে বৃষ্টি হয়নি?

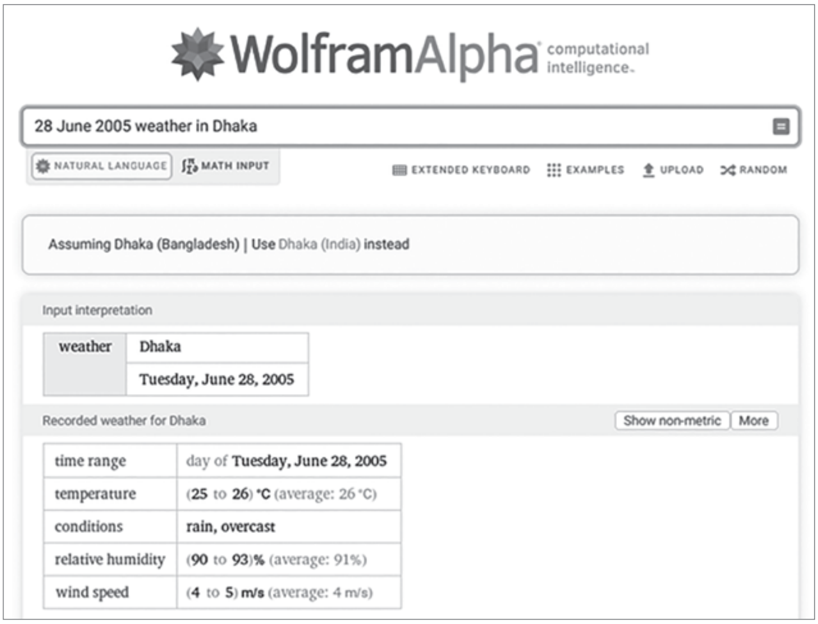
WolframAlpha computational intelligence.
NATURAL LANGUAGE
MATH INPUT
EXTENDED KEYBOARD
EXAMPLES
UPLOAD
RANDOM
Show non-metric
More

28 June 2005 weather in Dhaka

Assuming Dhaka (Bangladesh) | Use Dhaka (India) instead

Input interpretation

weather	Dhaka Tuesday, June 28, 2005

Recorded weather for Dhaka

time range	day of Tuesday, June 28, 2005
temperature	(25 to 26) °C (average: 26 °C)
conditions	rain, overcast
relative humidity	(90 to 93)% (average: 91%)
wind speed	(4 to 5) m/s (average: 4 m/s)

উলফ্রাম-আলফা থেকে নেয়া চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে ২০০৫ সালের ২৮ জুন ঢাকায় বৃষ্টি হয়েছিল এবং আকাশ মেঘলা ছিল ।

ছায়া পর্যবেক্ষণ: একটি ফটো বা ভিডিও নিরীক্ষার অন্যতম পদ্ধতি হল তার অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য পরীক্ষা করা। যেমন, এমন ছবিতে ছায়া থাকলে আমরা ধরে নিতে পারি তা আলোর উৎসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বা আলোর বিপরীতে থাকবে। কিন্তু কীভাবে জানবেন একটি নির্দিষ্ট দিনে ঢাকায় সূর্য কোন দিকে ছিল? সেজন্য আছে সান ক্যাল্ক[৪] (SunCalc) নামের একটি টুল, যা ব্যবহার করে জেনে নিতে পারবেন পৃথিবীর কোন স্থানে একটি নির্দিষ্ট দিনে সূর্যের অবস্থান কোথায় ছিল।

ছবি/ভিডিও-এর ডিজিটাল-পরিবর্তন সনাক্তকরণ: ইন্টারনেটে বিনামূল্যে বেশ কিছু টুল পাওয়া যায় যা দিয়ে ছবির অসঙ্গতি বের করা সম্ভব এবং ছবিটি ম্যানিপুলেট বা পরিবর্তন করা হয়েছে কী না সেটা বোঝা যায়। এসব সরঞ্জামের মধ্যে প্রথমেই আসে ফরেনসিকালি[৫] (Forensically)-এর নাম। ফরেনসিকালি বেশ কয়েকটি কৌশল ব্যবহার করে ছবিতে পরিবর্তন সনাক্ত করে।

Forensically βeta
Open File
Help

ছবি এডিট করার জন্য সাধারণত ফটোশপ বা এই জাতীয় অন্য যেকোনো ফটো-এডিটিং সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়। এডিটিং-এর পর সব সফটওয়্যার ফাইল সংরক্ষণকালে ছবিতে একটি ডিজিটাল স্বাক্ষর সংযুক্ত করে রাখে। ফটো ফরেনসিকস[৬] (FotoForensics) নামের আরেকটি টুল দিয়ে ছবিতে এই ডিজিটাল স্বাক্ষর অনুসন্ধান করে ভুয়া ছবি সনাক্ত করা যায়।

FotoForensics
Image URL
Upload URL
or
Upload File
Choose File
No file chosen
Upload File

Submit a picture for Forensic Analysis

Supported formats: JPEG, PNG, WebP, HEIC, and AVIF

ইনভিড প্লাগইন: বিভিন্ন কারণে ইমেজ ফাইলের চাইতে ভুয়া ভিডিও সনাক্ত করা বেশি কঠিন। যেমন, এক অর্থে ভিডিও অনেকগুলো ছবির সমন্বয়ে গঠিত। তাই মূল ভিডিও খোঁজার কাজটি বিপরীত চিত্র অনুসন্ধান করার কিংবা ফটোশপে মেটাডেটা দেখার মতো সহজ নয়। তবে বেশ কিছু টুল বিনামূল্যে ইন্টারনেটে পাওয়া যায় যা দিয়ে ভুয়া ভিডিও সনাক্ত করা সম্ভব। যেমন ইনভিড[৭] (InVID) গুগল ক্রোম ব্রাউজারের সাথে একত্রে ব্যবহারযোগ্য একটি প্লাগ-ইন টুল। ইউরোপের মিডিয়া এবং প্রযুক্তি সংস্থাগুলোর একটি কনসোর্টিয়াম এটি তৈরি করেছিল। ইনভিড ভিডিও সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক তথ্য, বিপরীত চিত্র অনুসন্ধান, ভিডিও মেটাডেটাসহ অন্যান্য তথ্য যাচাই করতে সহায়তা করে। টুলটি এতই কার্যকর যে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল একে ডিজিটাল ভিডিও ভেরিফিকেশনের 'সুইস আর্মি নাইফ' বলে আখ্যায়িত করে।

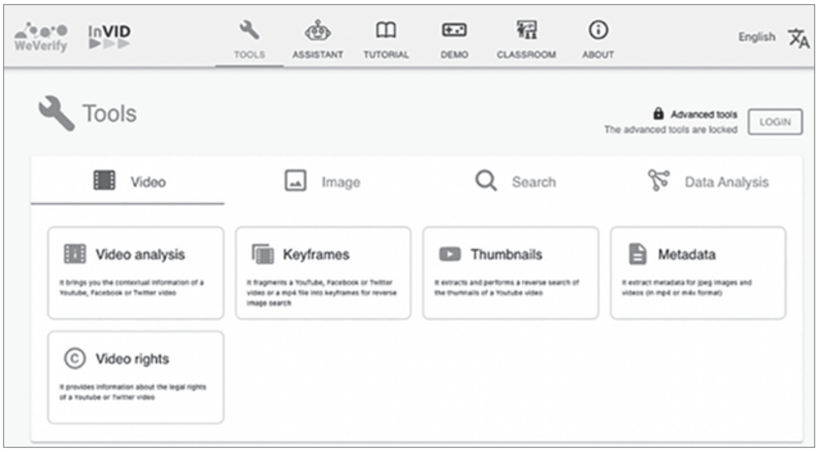
WeVerify
InVID
TOOLS
ASSISTANT
TUTORIAL
DEMO
CLASSROOM
ABOUT
English
Tools
Advanced tools
The advanced tools are locked
LOGIN
Video
Image
Search
Data Analysis

Video analysis
It brings you the contextual information of a Youtube, Facebook or Twitter video

Keyframes
It fragments a YouTube, Facebook or Twitter video or a mp4 file into keyframes for reverse image search

Thumbnails
It extracts and performs a reverse search of the thumbnails of a Youtube video

Metadata
It extract metadata for jpeg images and videos (in mp4 or m4v format)

Video rights
It provides information about the legal rights of a Youtube or Twitter video

বিষয়বস্তুর সত্যতা যাচাইকরণের টুল

গুগল ফ্যাক্ট চেক এক্সপ্লোরার: ফ্যাক্ট চেক এক্সপ্লোরার[৮] হল গুগলের একটি সার্চ টুল যা তথ্যের সত্যতা যাচাই করতে সাহায্য করে। সাংবাদিক, গবেষক এবং অন্যান্য আগ্রহীগণ কীওয়ার্ড বা বাক্যাংশ দিয়ে সার্চ করে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সংস্থা দ্বারা ইতোমধ্যে তদন্ত করা হয়েছে এমন ফ্যাক্ট সহজেই খুঁজে পেতে পারেন। আশার ব্যাপার হল বাংলা ভাষার জন্যও ফ্যাক্ট চেক এক্সপ্লোরার-এর আলাদা সংস্করণ আছে।

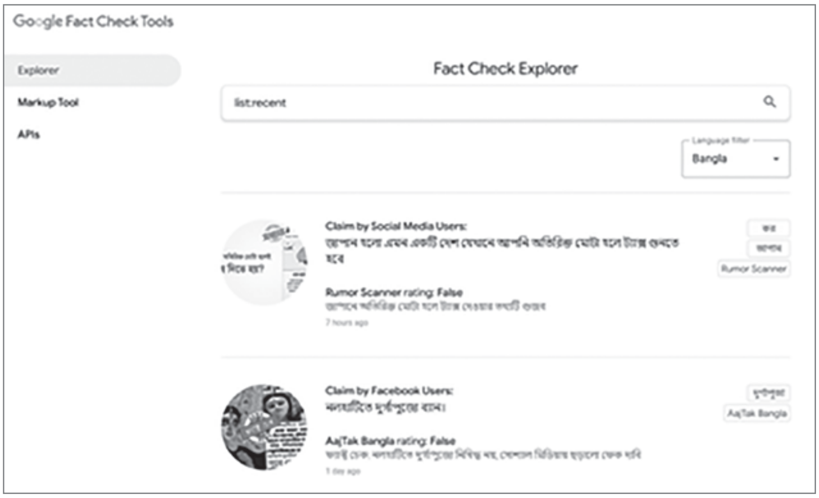
Google Fact Check Tools
Explorer
Markup Tool
APIs
Fact Check Explorer
Language filter
Rumor Scanner
AajTak Bangla

list:recent

Language filter: Bangla

Claim by Social Media Users:

Rumor Scanner rating: False

7 hours ago

Claim by Facebook Users:

AajTak Bangla rating: False

1 day ago

ফেসবুক অ্যাকাউন্ট বিশ্লেষণ: ইন্টেল টেকনিকস[৯] (Intel Techniques) -এর তৈরি একটি অনলাইন টুল ব্যবহার করে আপনি কোন ব্যক্তি বা উৎস সম্পর্কে তাদের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন তথ্য জানতে পারবেন। এই টুল ব্যবহার করে ফেসবুকের নিজস্ব সার্চ অপশনের চাইতে আরও বেশি কার্যকর তথ্য অনুসন্ধান করা যায়।

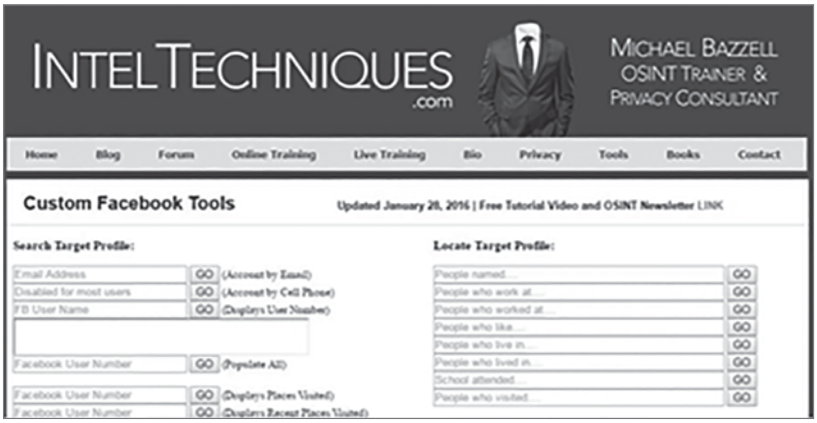
INTELTECHNIQUES
.com
MICHAEL BAZZELL
OSINT TRAINER &
PRIVACY CONSULTANT
Home
Blog
Forum
Online Training
Live Training
Bio
Privacy
Tools
Books
Contact
Custom Facebook Tools
Updated January 28, 2016 | Free Tutorial Video and OSINT Newsletter LINK
Search Target Profile:
Email Address
GO
(Account by Email)
Disabled for most users
GO
(Account by Cell Phone)
FB User Name
GO
(Displays User Number)
Facebook User Number
GO
(Populate All)
Facebook User Number
GO
(Displays Places Visited)
Facebook User Number
GO
(Displays Recent Places Visited)
Locate Target Profile:
People named....
People who work at....
People who worked at....
People who like....
People who live in....
People who lived in....
School attended....
People who visited....
GO

টুইটার অ্যাকাউন্ট বিশ্লেষণ: বাংলাদেশে টুইটার তেমন জনপ্রিয় না হলেও এটি বিশ্বব্যাপী অন্যতম জনপ্রিয় সামাজিক মাধ্যম। টুইটারে অপ তথ্য সনাক্ত করার জন্য বিনামূল্যে লভ্য একটি টুল হল বট সেন্টিনেল (Bot Sentinel)। 'ইন্টারনেট বট' বা 'বট' (রোবটের সংক্ষিপ্ত রূপ) এক ধরণের কম্পিউটার প্রোগ্রাম যা কোন ব্যবহারকারীর এজেন্ট হিসাবে কাজ করে। বট প্রোগ্রাম সাধারণত মানুষের নির্দেশনা ছাড়াই কিছু কাজ, যেমন: সামাজিক মাধ্যমে কোন বিষয়ে পোস্ট দেয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে করতে পারে।

বিপরীত চিত্র অনুসন্ধান: আমরা সাধারণত কীওয়ার্ড দিয়ে ইন্টারনেটে সার্চ করি। কিন্তু কম্পিউটার বা কোন ইন্টারনেট উৎস থেকে ছবি দিয়েও সে ছবি সম্পর্কে বিস্তারিত অনুসন্ধান করা যায়। এই প্রক্রিয়াটি বিপরীত চিত্র অনুসন্ধান (reverse image search) হিসাবে পরিচিত। টিনআই[১০] (TinEye) ব্যবহার করে আপনি একটি ভুয়া তথ্যের সমর্থনে পুরনো ছবি পুনর্ব্যবহৃত হচ্ছে কী না তা দেখতে পারেন। রিভার্স ইমেজ সার্চ-এর মাধ্যমে ছবির আগের সংস্করণ ইন্টারনেট ডাটাবেজে আছে কিনা দেখা যায়। যদি বিপরীত চিত্র অনুসন্ধানের মাধ্যমে একটি অপতথ্যের সমর্থনে ব্যবহৃত ছবি পূর্বের বিদ্যমান কপি পাওয়া যায়, তাহলে তা একটি অন্যতম বিপদ সংকেত। সেক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ছবিটি ভিন্ন উদ্দেশ্যে ও অন্য প্রসঙ্গে পুনর্ব্যবহৃত হওয়ার প্রবল সম্ভবনা রয়েছে। মনে

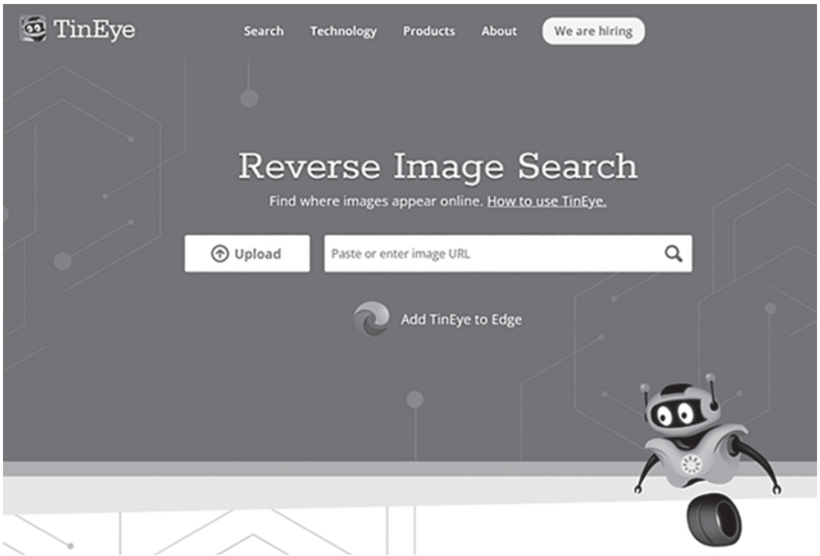
TinEye
Search
Technology
Products
About
We are hiring
Reverse Image Search
Find where images appear online. How to use TinEye.
Upload
Paste or enter image URL
Add TinEye to Edge

রাখতে হবে যদি বিপরীত চিত্র অনুসন্ধানে কোনো ফলাফল না পাওয়া যায় তাহলে এর অর্থ এই নয় যে ছবিটি আসল। বরং আপনাকে এখনও অতিরিক্ত যাচাই করে নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে।

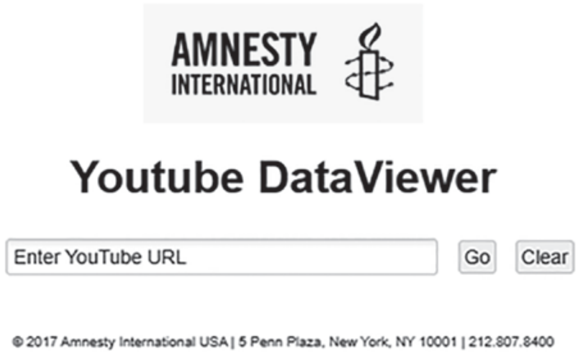
AMNESTY INTERNATIONAL
Youtube DataViewer
Enter YouTube URL
Go
Clear
© 2017 Amnesty International USA | 5 Penn Plaza, New York, NY 10001 | 212.807.8400

ইউটিউব তথ্য নিরীক্ষণ (ডেটা ভিউয়ার): ইউটিউবের জন্য সার্বিকভাবে ফলপ্রসু কোনও বিপরীত ভিডিও অনুসন্ধান-এর সরঞ্জাম পাওয়া যায় না। তবে অ্যামনেস্টির ইউটিউব তথ্য নিরীক্ষণ টুল[১১] অথবা ইনভিড (InVID) -এর মতো টুল ইউটিউব ভিডিও'র খুব সংক্ষিপ্ত আকারের বিবরণ (থাম্বনেইল) সনাক্ত করতে পারে এবং সেই থাম্বনেইলের বিপরীত চিত্র অনুসন্ধান করতে পারে। এর ভিত্তিতে আরও অনুসন্ধান করে ভিডিওটির পূর্বের সংস্করণ ইন্টারনেটে আপলোড হয়েছে কী না তা বের করা যায়। এসব টুল দিয়ে ভিডিও ইন্টারনেটে আপলোডের সঠিক সময়ও দেখা যায়।

এক্সিফ ভিউয়ার: এক্সিফ (EXIF) হল ছবি বা ভিডিও'র সাথে সংযুক্ত মেটাডেটা যাতে চিত্র ধারণের সময় ডিজিটাল ক্যামেরা দ্বারা সংরক্ষিত বিস্তারিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে। এর মধ্যে থাকতে পারে, সঠিক সময় ও তারিখ, ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য, ক্যামেরার যান্ত্রিক তথ্য এবং আলো সেটিং। এক্সিফ মেটাডেটা দিয়ে তাই তথ্য যাচাইকরণ প্রক্রিয়া অত্যন্ত সহায়ক। কিন্তু এর একটি বড় সীমাবদ্ধতা হল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপলোডের সময় ছবি ও ভিডিও থেকে মেটাডেটা আলাদা করে ফেলে। এর অর্থ হচ্ছে, টুইটার বা ফেসবুকে শেয়ার করা ছবি এক্সিফ তথ্য প্রদর্শন করবে না। আপনি যদি ছবি/ভিডিও আপলোডকারীর সাথে যোগাযোগ করতে এবং মূল ছবি/ভিডিও ফাইলটি যোগাড় করতে সক্ষম হন, তাহলে আপনি বিষয়বস্তু যাচাই করতে এক্সিফ ব্যবহার করতে পারেন। এটাও মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এক্সিফ তথ্য পরিবর্তন করা যেতে পারে। তাই আরও যাচাইকরণ প্রয়োজন হতে পারে।

ভিডিও ভল্ট: এই টুলটি ভিডিও সংরক্ষণ করতে, বিপরীত চিত্র অনুসন্ধানের জন্য স্ক্রিনশট নিতে, যাচাইকরণ প্রক্রিয়াকে সহজ করার জন্য ভিডিও'র গতি কমাতে এবং গতি বাড়াতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ভুল তথ্য প্রতিরোধে করণীয়

বাংলাদেশে ভুল তথ্য এবং কীভাবে এটি মোকাবিলা করা যায় সে বিষয়ে গবেষণা নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে প্রাধ্যান্য দিয়েছে। সাংবাদিক এবং ফ্যাক্ট-চেকারদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে গবেষণায় দেখা গিয়েছে, নিম্নের বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে:

- **সংবাদপত্রের স্বাধীনতা:** সংবাদপত্রকে অবশ্যই সরকারি ও রাজনৈতিক চাপ, গোয়েন্দা সংস্থার হস্তক্ষেপ এবং আইনি প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হতে হবে। যেখানে ভুল তথ্যের বিস্তার প্রকৃতপক্ষে ঘটেছে সেখানে রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত না হয়ে আইন সমানভাবে এবং বৈষম্য ছাড়া প্রয়োগ করতে হবে।
- **সাংবাদিক এবং স্বাধীন ফ্যাক্ট-চেকারদের মধ্যে সহযোগিতা:** তথ্য-পরীক্ষার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য সাংবাদিকদের সম্পদের (রিসোর্স) অভাব রয়েছে এবং সরকারের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়ার ভয় আছে। কিন্তু ফ্যাক্ট-চেকারদের প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নেই। দুই গ্রুপের মধ্যে সহযোগিতা সবচেয়ে কার্যকর ফলাফল দিতে পারে।
- **বিশ্বাস-ভিত্তিক/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা:** গবেষণায় দেখা গেছে যে, বাংলাদেশের ইন্টারনেট

ব্যবহারকারীরা অনলাইনে ধর্মীয় বিষয়বস্তুতে বিশ্বাস করে। তাই ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে জড়িত ভুয়া তথ্য প্রতিহত করতে বিশ্বাস-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে জড়িত করে (যেমন, মসজিদের ইমাম, মন্দিরের পুরোহিত বা চার্চের পাদ্রি) প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা যেতে পারে।

- ডিজিটাল আর্কাইভের মাধ্যমে একটি উন্মুক্ত তথ্য নীতির দিকে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি মিডিয়া সাক্ষরতা বৃদ্ধি সহ সাংবাদিকদের পাশাপাশি ফ্যাক্ট-চেকারদের জন্য তথ্যে অ্যাক্সেস বৃদ্ধি।
- বাংলা ভাষায় স্বয়ংক্রিয় তথ্য-পরীক্ষার সুবিধার্থে বাংলা ভাষার জন্য ভাষাগত রিসোর্সের বিকাশ।

তথ্যের সত্যতা যাচাই অনুশীলন

নিম্নের প্রথম দুই অনুশীলনে ফ্যাক্ট-চেকিং বা তথ্যের সত্যতা যাচাই তিনটি পর্যায়ে গঠিত:

- সত্যতা-পরীক্ষা করা যায় এমন ঘটনা আইনি রেকর্ড, সংবাদ এবং সামাজিক মাধ্যমে অনুসন্ধান করা। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকবে কোন জাতীয় পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহের মধ্যে

  (ক) সত্যতা পরীক্ষা করা সম্ভব

  (খ) সত্যতা পরীক্ষা করা আবশ্যক
- এ সংক্রান্ত তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সবচেয়ে উৎকৃষ্ট প্রমাণ সন্ধান করা।
- প্রাপ্ত প্রমাণের আলোকে ও সত্যতার মাপকাঠিতে তথ্যের পুনর্মূল্যায়ন করে তথ্য সংশোধন।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে সকল তথ্যমূলক সংবাদ বৃত্ত দিয়ে চিহ্নিত করুন। এই প্রতিটি তথ্যের সত্যতা যাচাই করতে আপনি কোথায় কোথায় অনুসন্ধান করবেন তা নিয়ে আলোচনা করুন।

কর্মকাণ্ড ১: যাচাইযোগ্য তথ্য খুঁজে বের করা

যাচাইযোগ্য তথ্য বলতে এমন একটি বিবৃতি বা চিত্র বোঝায় যার সত্যতা বস্তুনিষ্ঠভাবে যাচাই করা সম্ভব। ব্যক্তিগত মতামত এবং ভবিষ্যদ্বাণী, অতিশয়োক্তি, ব্যঙ্গ এবং রসিকতার সত্যতা যাচাই করা এর উদ্দেশ্য নয়।

এই কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণকারীদের নিম্নে উল্লেখিত চারজন বিখ্যাত ব্যক্তির বক্তব্যের অংশগুলো পড়তে বলুন এবং একটি রঙে তথ্যভিত্তিক বিবৃতিসমূহ যার সত্যতা পরীক্ষা করা যেতে পারে তা সবুজ রঙ দিয়ে হাইলাইট করুন। অন্য মতামতসমূহ যেগুলোর সত্যতা পরীক্ষা করা সম্ভব নয় তা লাল রঙ এবং বাকি অংশগুলো যা এই দুইয়ের মাঝামাঝি তা কমলা রঙ দিয়ে চিহ্নিত করুন। অংশগ্রহণকারীরা তাদের রঙ দিয়ে চিহ্নিত উদ্ধৃতিগুলো হস্তান্তর করার পর, প্রতিটি বিস্তারিত আলোচনা করুন এবং কী বৈশিষ্ট্য থাকলে তাকে তথ্য-পরীক্ষাযোগ্য (fact checkable) বলা যায় তা নিয়ে আলোচনা করুন।

রঙ নির্দেশক

- লাল - বিবৃতির সত্যতা যাচাই করা যাবে না
- কমলা - বিবৃতির অবস্থান তথ্য ও ব্যক্তিগত মতামতের মাঝামাঝি
- সবুজ - বিবৃতির সত্যতা যাচাই করা সম্ভব

মিশেল ব্যাচেলেট, সাবেক প্রেসিডেন্ট, চিলি

যদিও আমরা সেই লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছি, তবে আমরা সচেতন যে আমাদের অবশ্যই সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের (ecosystem) জন্য আরেকটি হুমকি মোকাবিলা করতে হবে তা হল প্লাস্টিক। বছরের পর বছর, প্রায় ৮ মিলিয়ন টন প্লাস্টিক সমুদ্রে প্রবেশ করে, কয়েকশ বছর ধরে সেখানে থাকে এবং বিশাল নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সেই সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য, আমরা জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির পরিচ্ছন্ন সমুদ্র অভিযানে (Clean Seas campaign) অংশগ্রহণ করি। স্থানীয় পর্যায়ে আমরা ১২ মাসের মধ্যে উপকূলীয় শহরগুলোতে প্লাস্টিকের ব্যাগ ব্যবহার নিষিদ্ধ করার জন্য একটি খসড়া বিল পেশ করবো। এই আইন নাগরিকদের সমুদ্রের সুরক্ষায় অবদান রাখার সুযোগ দেবে। এতে আমরা আমেরিকার প্রথম দেশ হব যারা

এই ধরনের আইন বাস্তবায়ন করবে, এবং আমরা অন্যান্য দেশকে সেই দায়িত্ব পালন করার আহ্বান জানাই। উপরন্তু, ওজোন স্তরকে ক্ষয়কারী পদার্থের বিষয়ে গৃহিত মন্ট্রিল প্রোটোকল এর ৩০ বছর পার হয়েছে, যা ওজোন স্তরকে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। এই ত্রিশতম বার্ষিকীতে, আমি ঘোষণা করতে চাই যে আমাদের দেশ মন্ট্রিল প্রোটোকলের ২০১৬ কিগালি সংশোধনীর অনুমোদন জমা দিয়েছে, যার লক্ষ্য হচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণতা ০.৫° সেলসিয়াস প্রতিরোধ করা। চিলি সেই নতুন চুক্তিটি অনুমোদনকারী প্রথম দেশগুলোর মধ্যে একটি। কিন্তু এটাই সব কিছু নয়। প্যাটাগোনিয়ায় পার্কগুলোর একটি নেটওয়ার্ক তৈরির মাধ্যমে আমরা জীব বৈচিত্রে ৪.৫ মিলিয়ন হেক্টর সবুজ অঞ্চল যুক্ত করেছি, যা এখন জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য রাষ্ট্র দ্বারা সুরক্ষিত থাকবে।

জ্যাকব জুমা, সাবেক প্রেসিডেন্ট, দক্ষিণ আফ্রিকা

বৈশ্বিক অর্থনীতির বর্তমান কাঠামো বৈশ্বিক উত্তর (global north) এবং বৈশ্বিক দক্ষিণের (global south) মধ্যে বিভাজনকে আরও গভীর করে চলেছে। যদিও কিছু সংখ্যক দেশ বিশ্বায়নের সুফল ভোগ করে তবে বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ এখনও চরম দারিদ্র্য এবং ক্ষুধার মধ্যে বাস করে, তাদের জীবনযাত্রার অবস্থার উন্নতির কোনো আশা নেই। এমনকি উন্নত দেশগুলোর মধ্যেও ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান বিস্তর এবং তা গুরুতর উদ্বেগের বিষয়। যদি আমরা এজেন্ডা ২০৩০-এর লক্ষ্য এবং আকাঙ্ক্ষা অর্জনের আশা করি, তাহলে বিশ্ব অর্থনীতির এই অপরিবর্তিত কাঠামোর দ্বারা সৃষ্ট বাধা মোকাবিলা করার জন্য বিশ্ব নেতাদের রাজনৈতিক ইচ্ছা এবং প্রতিশ্রুতি প্রয়োজন। এই অসম এবং অন্যায্য অর্থনৈতিক বৈষম্য আফ্রিকায় তীব্রভাবে প্রকাশ পায়। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের মহাদেশ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ, তবুও এ মহাদেশে এখনও সবচেয়ে বেশি স্বল্পোন্নত দেশ রয়েছে।

সিগমার গ্যাব্রিয়েল, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী, জার্মানি

আমাদের জাতিসংঘকে তার ম্যান্ডেট পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থান যোগাড় করতে হবে। তবে বর্তমানে পরিসংখ্যান দেখলে একটি ভিন্ন চিত্র প্রকাশ পায়। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (World Food Programme) আজ বিশ্বের ক্ষুধা সংকট মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় তহবিলের ৫০% এরও কম পায়। বিশ্ব উন্নয়ন কর্মসূচি তার অবদানের মাত্র ১৫% স্বেচ্ছাসেবী ও অবাধ্যতামূলক আর্থিক সহায়তা হিসাবে পায়। ২০১১ সালেও এই সংখ্যাটি ৫০% ছিল এবং জাতিসংঘের অন্যান্য সহায়তা কর্মসূচির ক্ষেত্রেও এই চিত্র আশানুরূপ নয়। জাতিসংঘের বিভিন্ন দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা কার্যকর সহায়তা প্রদান করার চেয়ে প্রয়োজনীয় তহবিল খুঁজে পেতে ভিক্ষার চিঠি বিলি করে বেশি সময় ব্যয় করবেন এটা হতে পারে না। আমাদের এখানে পথ পরিবর্তন করতে হবে। আমাদের জাতিসংঘকে সঠিক পরিমাণে অর্থায়নের পাশাপাশি আরও স্বাধীনতা দিতে হবে। এর বিপরীতে, তহবিল ব্যবহারে আমাদের আরও দক্ষতা এবং স্বচ্ছতা প্রয়োজন। জার্মানি যে কোনো অবস্থায় জাতিসংঘের জন্য তার আর্থিক সহায়তা বজায় রাখতে চায়। চতুর্থ বৃহত্তম সহায়তা প্রদানকারী হিসাবে এবং বিশ্বজুড়ে মানবিক সহায়তার বৃহত্তম দাতা হিসাবে আমরা একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে চাই।

মার্ক জাকারবার্গ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ফেসবুক

ফেসবুক একটি আদর্শবাদী এবং আশাবাদী কোম্পানি। আমাদের অস্তিত্বের বেশিরভাগ সময়ে আমরা মানুষের মধ্যে যোগাযোগ যা ভালো কিছু বয়ে আনতে পারে তার দিকে মনোনিবেশ করেছি। ফেসবুক আকারে বড় হবার সাথে সাথে পছন্দের মানুষের সাথে সংযুক্ত থাকার, মানুষের মতামত জানানো, গোষ্ঠি এবং ব্যবসা গড়ে তোলার জন্য একটি শক্তিশালী নতুন মাধ্যম পেয়েছে সম্প্রতি, আমরা #মিটু আন্দোলন এবং মার্চ ফর আওয়ার লাইভ দেখেছি, যার অন্তত কিছুটা হলেও ফেসবুকের মাধ্যমে সংগঠিত হয়েছে। হারিকেন হার্ভির পরে মানুষ ত্রাণের জন্য ২০ মিলিয়ন ডলারের বেশি সংগ্রহ করেছে। এবং ৭০ মিলিয়নেরও বেশি ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এখন প্রবৃদ্ধি এবং চাকরি তৈরি করতে ফেসবুক ব্যবহার করে।

কর্মকাণ্ড ২: তথ্যের সত্যতা খুঁজে বের করা

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের কয়েকটি দলে ভাগ করুন। প্রতিটি দলকে সত্যতা-নিরীক্ষার জন্য উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলো থেকে ইতিমধ্যে 'সবুজ' রঙ চিহ্নিত একটি তথ্য বেছে নিতে বলুন। তাদেরকে এর প্রমাণ অনুসন্ধান করতে বলুন যা উপরের তথ্যগুলোকে শক্তিশালী করে অথবা খণ্ডন করে। তারা যে উৎসগুলো খুঁজে পায় তা নিম্নলিখিত মাপদণ্ড অনুসারে মূল্যায়ন করতে বলুন।

দূরত্ব: প্রমাণ ঘটনার কতটা কাছাকাছি? যেমন: সাম্প্রতিক বেকারত্বের পরিসংখ্যান প্রতিবেদনকারী একটি সংবাদ সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য সাধারণত কোন দেশের জাতীয় কর্মসংস্থান পরিসংখ্যান সংস্থা প্রদত্ত তথ্য মূল উপাত্তের কম কাছাকাছি - এবং তাই কম মূল্যবান।

দক্ষতা: তথ্য উপস্থাপনকারীর কী ধরণের গ্রহণযোগ্যতা আছে? যেমন: কোন বইয়ের লেখক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা করেছেন এবং এ বিষয়ে তার লেখা অন্যান্য ক্ষেত্রে লেখকগণ উদ্ধৃত করেছেন।

বলিষ্ঠতা: কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে? যেমন: জরিপ, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি।

স্বচ্ছতা: তথ্য সম্পর্কে আপনি কী জানেন? যেমন: একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা তার সমস্ত উপসংহারের ভিত্তিতে তথ্য প্রকাশ করেছে, যা অন্যান্য গবেষকদের যাচাই করার সুযোগ আছে।

নির্ভরযোগ্যতা: মূল্যায়ন করার জন্যে তথ্যের উৎসের কি কোন ট্র্যাক রেকর্ড আছে? যেমন: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে দুর্নীতির ধারণা সূচক প্রকাশ করে আসছে। যার ফলে এর সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করার জন্যে বিশেষজ্ঞগণ প্রচুর সময় পেয়েছেন।

স্বার্থের দ্বন্দ্ব: যে তথ্য দেয়া হয়েছে তাতে উৎসের ব্যক্তিগত স্বার্থও কী প্রমাণের দ্বারা রক্ষিত হয়? যেমন: স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির উপর একটি গবেষণা করা হয়েছে যার পরিচালনা ও অর্থায়নের দ্বায়িত্বে ছিল একটি প্রক্রিয়াজাত খাদ্য প্রস্তুতকারক।

ব্যবহারিক কার্যক্রম

কার্যকলাপ ১: মৌলিক সাংবাদিকতা চিহ্নিতকরণ

স্থানীয় সংবাদপত্র থেকে একটি প্রধান খবর সনাক্ত করুন। অংশগ্রহণকারীগণ কয়েকটি পত্রিকায় ছাপা হওয়া সেই একই সংবাদ পরীক্ষা করে দেখবেন। এরপর তা সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার কৌশল প্রয়োগ করে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে অন্তর্নিহিত বিবরণ (ন্যারেটিভ) উন্মোচন, সংবাদ পরিবেশনের ফ্রেমিং, কে, কী, কোথায়, কখন, কীভাবে, কেন - ইত্যাদি উপাদান, সরাসরি উদ্ধৃতি ব্যবহার, প্রামাণিক উৎস, সহায়ক ছবি, পক্ষপাতিত্ব উন্মোচন করবেন।

কার্যকলাপ ২: সংবাদ হিসাবে ভুল তথ্য উপস্থাপন

অংশগ্রহণকারীদের ভুয়া খবরের একটি উদাহরণ দেখান এবং কীভাবে ভুয়া সংবাদ পরিবেশন করা হয় এবং কী থাকলে ভুয়া খবর বোঝা যায় তা নিয়ে আলোচনা করুন। তারপর অংশগ্রহণকারীদের পূর্বের অনুশীলনে পড়া একটি সংবাদের উপর ভিত্তি করে একটি প্রতারণামূলক সংবাদ তৈরি করতে বলুন। অথবা, অংশগ্রহণকারীদের তাদের বেছে নেওয়া একটি সংবাদের ভিত্তিতে ভুয়া সংবাদ প্রস্তুত করতে বলুন। এটি শেষ হয়ে গেলে, অংশগ্রহণকারীরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করবেন যে সংবাদে কী কী বৈশিষ্ট্য থাকলে ভুয়া তথ্যকে খাঁটি বলে মনে হয়, বিশেষ করে সংবাদের বিভিন্ন দাবিগুলো সনাক্ত করতে বলুন।

কার্যকলাপ ৩: সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করা সংবাদের সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ

এই অনুশীলনীর জন্যে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকে তাদের নিজ নিজ সামাজিক মাধ্যমের ফিড থেকে নেয়া একটি সংবাদ অনুসন্ধান করবেন। তাদের গবেষণা থেকে তারা জানাবেন: কে বা কারা সংবাদটি প্রস্তুত করেছে; কীভাবে সেই তথ্যের রিপোর্টার জানেন কী প্রকাশিত হয়েছে; তথ্যের উৎস এটি প্রচার করে কি কোনভাবে উপকৃত হচ্ছেন কী না; উপাত্ত, পরিসংখ্যান, ইনফোগ্রাফিক্স পুনরায় চেক করতে বলুন। এর ভিত্তিতে চিহ্নিত বিষয়বস্তুর বলিষ্ঠতা, দুর্বলতা, ভ্রান্তি এবং ব্যর্থতা বিশ্লেষণ করতে বলুন।

কার্যকলাপ ৪: সামাজিক মাধ্যমে তথ্যের উৎস যাচাই

জনপ্রিয় কোন ব্যক্তির একটি সামাজিক নেটওয়ার্ক অ্যাকাউন্ট নির্বাচন করুন। পূর্বে প্রদর্শিত সরঞ্জাম ব্যবহার করে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের সেটি আসল অ্যাকাউন্ট কী না তা নিশ্চিত করতে বলুন। এই ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত কিন্তু আসল অ্যাকাউন্ট নয় এরকম আরও কিছু সামাজিক নেটওয়ার্ক একাউন্ট খুঁজে বের করতে বলুন।

কার্যকলাপ ৫: বিপরীত ছবি অনুসন্ধান

একটি ছবি (ইমেজ ফাইল) নির্বাচন করুন এবং তা কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের সাথে শেয়ার করুন। একটি অনলাইন এক্সিফ ভিউয়ার (Exif Viewer) এবং বিপরীত চিত্র অনুসন্ধান সরঞ্জামের সহায়তায় কিছু তথ্য সনাক্ত করে ছবির আসল উৎসটি খুঁজে বের করতে বলুন।

পরিশিষ্ট

[1] https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2021/ressa/lecture/

[2] https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2018/07/infoDisorder_glossary.pdf

[3] https://www.boombd.com/fake-news/japanese-scientist-refutes-false-quotation-claiming-coronavirus-is-man-made-7868

[4] https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2018/07/infoDisorder_glossary.pdf

[5] www.disinfo.eu/wp-content/uploads/2023/03/EUDL_Disinformation_Glossary.pdf

[6] mrdibd.org/wp-content/uploads/2022/04/Fact-checking-handbook.pdf

[7] firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2018/07/infoDisorder_glossary.pdf

[8] https://www.bbc.com/news/blogs-trending-42724320

[9] http://www.commonsense.org/sites/default/files/pdf/2017-08/newsmedialit-fakenewstimeline-85x11.pdf

[10] https://www.theguardian.com/world/2015/oct/26/first-world-war-propaganda-corpse-factory-1925

[11] https://www.denverpost.com/2016/11/05/there-is-no-such-thing-as-the-denver-guardian/

[12] https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2018/04/03/a-new-study-suggests-fake-news-might-have-won-donald-trump-the-2016-election/

[13] https://faculty.lsu.edu/fakenews/elections/sixteen.php

[14] https://www.euronews.com/my-europe/2022/08/24/ukraine-war-five-of-the-most-viral-misinformation-posts-and-false-claims-since-the-conflic

[15] https://www.disinfo.eu/publications/uncovered-265-coordinated-fake-local-media-outlets-serving-indian-interests/

[16] www.channel24bd.tv/information-technology/article/১৫৩১৬২/দেশে-ইন্টারনেট-ব্যবহারকারীর-সংখ্যা-কত-জানাল-বিটিআরসি

[17] https://archive.dhakatribune.com/bangladesh/2020/07/28/study-18-of-people-do-not-follow-any-news-media

[18] https://www.boombd.com/fact-file/fake-and-misleading-news-in-bangladeshi-news-outlets-in-2020-11830?infinitescroll=1

[19] https://web.facebook.com/RumorScanner/posts/pfbid02hjwLdc8BUPFudByfaiLfZGngr3rcmqe2GqxReio8vfULh9iCun4Ef81639dMxRgAl

[20] https://thewire.in/media/bangladesh-media-doing-little-to-counter-fake-news-being-spread-by-government

[21] chandpurtimes.com/gvkivwdi-bv‡g-AbjvB‡b-fz/

[22] https://www.banglanews24.com/print/423760

[23] https://rumorscanner.com/fact-check/the-claim-that-khaleda-zias-family-is-third-in-the-list-of-worlds-top-corrupt-families-is-false/71258

[24] https://www.jachai.org/fact-checks/post-2310

[25] www.banglatribune.com/national/305743/বিশ্বের-‘দ্বিতীয়-সেরা-প্রধানমন্ত্রী’-হওয়ায়

[26] https://www.thejakartapost.com/news/2018/12/20/facebook-shuts-down-government-linked-fake-news-sites-in-bangladesh.html

[27] www.bbc.com/bengali/news-46247068

[28] independent24.com/details/69466/GK%20jvL%20mvBevi%20‡hv×v%20‰Zwi%20Ki‡e%20AvIqvgx%20jxM

[29] https://www.trtworld.com/magazine/bangladesh-s-ruling-party-to-unleash-online-army-to-stifle-opposition-50130

[30] https://en.dismislab.com/factcheck/al-jazeera-tarique-rahman-fake-screenshot/

[31] rumorscanner.com/fact-check/circulating-false-information-about-hero-alam-andalib-partho-on-prothom-alo-photocard/78481

[32] www.jugantor.com/politics/689970/ব্যারিস্টার-পার্থের-২০-লাখ-টাকা-দেওয়ার-বিষয়ে-যা-বললেন-হিরো-আলম

[33] https://www.boombd.com/fake-news/distorted-video-circulating-claiming-to-be-rumin-farhana-22387

[34] www.tbsnews.net/bangladesh/mufti-kazi-ibrahim-sent-jail-310456

[35] bdfactcheck.com/ফেসবুক-কর্তৃক-ব্যান-হওয়া/২০২০/১৩৪৫/

[36] www.deshrupantor.com/tech/2020/12/11/263925

[37] https://mrdibd.org/project/iqjb-phase2/

[38] অস্তিত্বহীন লেখকের লেখায় সরকারের প্রশংসা, এএফপির বিশ্লেষণ (thedailystar.net) https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-512481

তথ্য সূত্র

Cherilyn Ireton and Julie Posetti, Journalism, ‘Fake News’ & Disinformation, Handbook for Journalism Education and Training, UNESCO Series on Journalism Education, 2018

কদরুদ্দীন শিশির, ফ্যাক্ট চেকিং ও ভেরিফিকেশন হ্যান্ডবুক, ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই), এপ্রিল ২০২২।

আমেরিকান প্রেস ইনস্টিটিউট, 24 lessons for the 2022 elections, অক্টোবর ২০২২।

র‍্যান্ড করপোরেশন, Fighting Disinformation Online, https://www.rand.org/research/projects/truth-decay/fighting-disinformation.html

PEN America & ReFrame, Disinformation Defense Toolkit.

National Democratic Insitute (NDI), International Republic Insitute (IRI), Stanford Cyber Policy Center, Combating Information Manipulation: A Playbook for Elections and Beyond, September 2021.

এমিনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, How to: Use InVid-WeVerifz - the 'Swiss Army Knife' of Digital Verification, https://citizenevidence.org/2019/12/11/how-to-use-invid-the-swiss-army-knife-of-digital-verification/

এবার টুইটারও বন্ধ করল বাংলাদেশের ১৫ অ্যাকাউন্ট , শেয়ারবিজ, ২৫ ডিসেম্বর, ২০১৮ https://sharebiz.net/%E0%A6%8F%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9F%E0%A7%81%E0%A6%87%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%B2-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82/

Fake news. It's complicated, Claire Wardle, Resource Centre on Media Forum Europe

Digital misinformation/disinformation and children: Unicef, 2021

Assessment of the Media Sector in Bangladesh - USAID, 2022

Trust, but verifz: MRDI 2022

News literacy in Bangladesh, National survey, MRDI & UNICEF 2020

Rapid Evidence Assessment on Online Misinformation and Media Literacy, LSE/Ofcom 2021

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19472498.2022.2095596

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1369118X.2020.1736123

Journalism, 'Fake News' & Disinformation

Handbook for Journalism Education and Training, UNESCO, 2018

Disinformation and the Freedom of Opinion and Expression, Media Matters for Democracy https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Expression/disinformation/2-Civil-society-organisations/Media-Matters-for-Democracy3.pdf

Examples cited by Dismiss Lab website

ফ্যাক্টচেকিং হ্যান্ডবুক, কদরুদ্দীন শিশির, এমআরডিআই, ২০২২

Mapping digital misinformation around elections: A case study of Pakistan's general election 2018, By Talal Raza

PolitiFact-Gi'Truth-o-meter', https://www.politifact.com/article/2018/feb/12/principles-truth-o-meter-politifacts-methodology-i/

Cherilyn Ireton and Julie Posetti, Journalism, 'Fake News' & Disinformation, Handbook for Journalism Education and Training, UNESCO Series on Journalism Education, 2018

কদরুদ্দীন শিশির, ফ্যাক্ট চেকিং ও ভেরিফিকেশন হ্যান্ডবুক, ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই), এপ্রিল ২০২২।

আমেরিকান প্রেস ইনস্টিটিউট, 24 lessons for the 2022 elections, অক্টোবর ২০২২।

PEN America & ReFrame, Disinformation Defense Toolkit.

National Democratic Insitute (NDI), International Republic Insitute (IRI), Stanford Cyber Policy Center, Combating Information Manipulation: A Playbook for Elections and Beyond, September 2021.

UNITED STATES EMBASSY
DHAKA

Centre for
Governance Studies